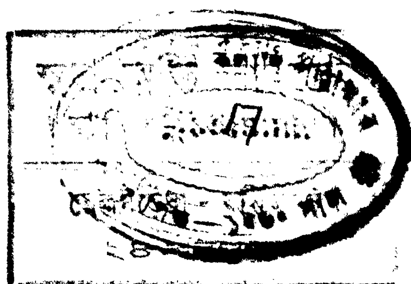


নামজাদা শিশুসাহিত্যিক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রণীত



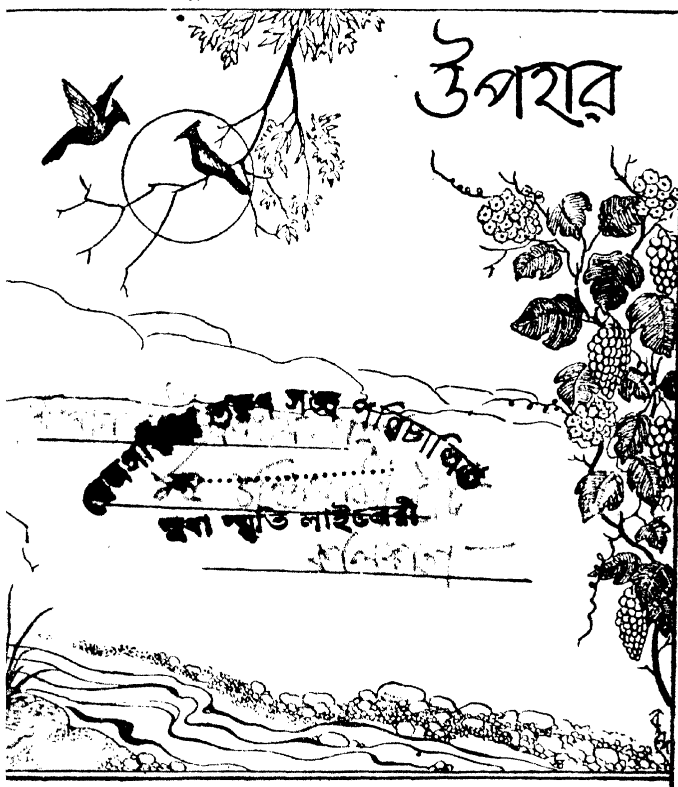
পাল প্রকাশনা নিকেতন
২০৩।২এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীনন্দলাল পাল
২০৩।২এ, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

মূল্য—আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা


উপহার

আসামের জঙ্গলে

এক

আজ থেকে পনেরো বৎসর আগে একদিন—

একখানা বাঙলা দৈনিকে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল—

নিরুদ্দেশ—

"গত বড়দিনের ছুটির একদিন আগে দুইটি ছেলে দেশ ভ্রমণে বাহির হয়। তা'দের একটির নাম অমর মিত্র, আর একটির নাম মহাদেব রায়।

অমরের বয়স আঠারো বৎসর। তার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কপাল চওড়া, চোখ দুটি ছোট কিন্তু উজ্জ্বল, নাকটি তীক্ষ্ণ, মুখখানি লম্বা, থুৎনিতে একটি কাটার দাগ আছে, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম।

মহাদেবের বয়স ষোলো বৎসর। তারও শরীর বলিষ্ঠ কিন্তু দীর্ঘ নয়, মুখখানা গোল, চোখ দুটি বড়, নাকটি মোটা,

গায়ের রঙ কালো, কতকটা পোড়া লোহার মত, তাহার বাম হাতের তর্জ্জনীর একটি কর নাই।

দুজনেরই পরিধানে ছাই রঙের হাফপ্যাণ্ট, পায়ে জুতা-মোজা, গায়ে ফ্লানেলের সার্ট ও মোটা পশমী কোট, গলায় মাফলার, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ছেলে দুটি দশদিনের কড়ারে বাড়ি হইতে বাহির হয়। কিন্তু একমাস কাটিয়া গেল এখনও ফিরিয়া আসিল না। ইহাতে মনে হয়, তাহারা হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় বা বিপদে পড়িয়াছে।

কেহ যদি তাদের সন্ধান দিতে পারেন, তাকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিব।"

যেদিন সকালে বিজ্ঞাপনটি বার হ'ল, সেদিন তখন অমর বল্‌ছে—"মহাদেব, কালকের রাতখানা কেটেছে গাছের ডালে—"

মহাদেব ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করল—চুপ্। তারপর কাটা তর্জ্জনীটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেখালে একটি বড় ও ঝাঁকড়া গাছের নীচে অন্ততঃ ত্রিশটা মড়ার মাথা ওপর ওপর সাজানো। তার সামনে একটি মানুষ—মানুষ? হাঁ, মানুষই বটে। কিন্তু তার চেহারা দেখে, দুজনেরই প্রথমে বিশ্বাস হল না যে সে মানুষ।

মানুষ কখনও এত কুৎসিত, এমন ভীষণ দর্শন হয়? তার গায়ের রঙ কাল, চোখ দুটি লাল, নাকটা মোটা, গলায় হাড়ের মালা, হাতে হাড়ের তাগা, কানে হাড়ের কর্ণাভরণ, ঠোঁট

দুখানা একটু পুরু, পরিধানে সামান্য আচ্ছাদন। তার পাশে গাছের গায়ে দুটো সুতীক্ষ্ণ বর্শা হেলানো রয়েছে।

তারা দুজনে একখানা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকটিকে লক্ষ্য করছিল। আর একটু অপেক্ষা করলে হয়ত



ভাল করে সব দেখা যেত। কিন্তু অমর হঠাৎ মহাদেবকে একটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেও এক লাফে সেখান থেকে সরে গেল।

তাদের কাছ থেকে হাত চার পাঁচ দূরে একটা অজগর

মরার মত পড়ে আছে। তার পেটটা মোটা, হয় হরিণের বাচ্চা, নয় খরগোশ, এমনই ধরণের কোন ছোট-খাট প্রাণী গিলে পড়ে পড়ে হজম করছে।

সেখান থেকে হাত কুড়িক নীচে একটি জঙ্গল। বন সিউলী, চারা বেল, কাঁটা লতা ইত্যাদিও তাদের মাঝে মাঝে দুটো চারটে শাল, পলাশ, আমলকী প্রভৃতি চেনা-অচেনা বড় গাছ রয়েছে। দুজনে তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নেমে জঙ্গলটার ধারে এসে দাঁড়ালো।

মহাদেব বল্‌ল "এভাবে যে এখানে এসে পড়ব কে জানত ?"

লোহা বাঁধানো বাঁশের লম্বা লাঠিখানার আগা দিয়ে একখানা পাথরকে আস্তে আস্তে খোঁচা মারতে মারতে অমর বল্‌ল—"কিন্তু এসে যখন পড়েছি, তখন জায়গাটি ভাল করে দেখে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরব—"

—"সে ত' পরের কথা। হয়ত দেখা হইবে। বাড়ি আর ফিরতে পারব না—"

অমর বল্‌ল—"আমরা কোথায় এসেছি বলতে পার ?"

মহাদেব একটু ভেবে বল্‌ল—"যতদূর মনে হয়, একেবারে আসামের সীমান্তে এসে পড়েছি। এর পরেই ব্রহ্মদেশ।"

—"মগের মুল্লুক ?"

—"কেবল মগের মুল্লুক নয়, বাঘের মুল্লুকও—"

—"দেখ-দেখ, সামনের জঙ্গলটি নড়ছে না ?"

—"হাঁ, তাইত। ঐ ওপরদিকে কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে ?"

অমর উত্তেজিত হয়ে উঠল, বল্‌ল—"বাঁদিকে একটি সরু পথ দেখা যাচ্ছে, শীগগির ঐদিকে চল—"

সেদিকে যেতে হলে কতকগুলো পাথরের ওপর দিয়ে যেতে হয়। সমতলবাসী লোকের পক্ষে তার ওপর দিয়ে যাওয়া কঠিন, কিন্তু এই কুড়িদিনে পার্ব্বত্য পথ তাদের কাছে অনেক সহজ ও সরল হয়ে এসেছে। দুজনের পিঠে দুটো হ্যাভারস্যাক ভরা জিনিষ-পত্র। তারা তাই পিঠে নিয়েই পাথরগুলোর ওপর দিয়ে পথে লাফিয়ে পড়ল।

তারপর সেখান থেকে দেখল ওপরে সেই মানুষ-পিশাচটি খানিকটা নীচে নেমে এসে একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দুহাতে লম্বা দুখানা বর্শা।

অমর বল্‌ল—"ওকে ধরাশায়ী করা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু ওর হাতের ওই বর্শা—"

—"সামাল অমর," বলেই মহাদেব হঠাৎ অমরের হাত ধরে নীচের দিকে একটা টান দিয়েই পাথরের আড়ালে চট্ করে বসে পড়্‌ল।

তার পাশে অমরও বসেছে। আর সেকেণ্ড কয়েক দেরী হলেই সে বর্শাবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করত।

সে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ওপর থেকে সোঁ করে একটা বর্শা এসে হাত কতক দূরে সামনের পাথরের গায়ে লেগে ছিটকে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়ল। ঐ যে পাথরখানা গর্ত্ত হয়ে গেছে।

অমর বল্‌ল—"খুব জোর বেঁচে গেছি। এবার বুঝেছি লোকটা কে। ওরা হল হেড্‌ হানটার। মানুষের মাথা সংগ্রহ করে বেড়ায়।"

—"আমি বল্‌ব পিশাচ কিন্তু এখানে কতক্ষণ—"

অমর পাথরখানার পাশের দিকে বসে ছিল; বলল—"সর্ব্বনাশ, ও যে বাঘের মত গুঁড়ি মেরে নেমে আসছে। ঐ বর্শাটা যদি কোন রকমে কেড়ে নেওয়া যায়, তাহলে ওরই মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আমি হেড গ্রাইনডার হব।"

মহাদেব দুহাতের ওপর ভর দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখেই চট্‌ করে একখানি সের দুয়েক ওজনের ধারালো পাথর তুলে নিয়ে বল্‌ল—"অমর, তুমি ঐ ছোট পাথরটা তুলে নিয়ে বাঁ ধারে ছুড়ে দাও শীগগির—"

—"কেন?"

—"পরে বলব। আগে বাঁচি—"

অমর তৎক্ষণাৎ একখানা পাথর তুলে নিয়ে বাঁ ধারে ছুঁড়ে দিল।

মহাদেবও চট্‌ করে উঠে দাঁড়াল, তারপরই সে তার হাতের ধারালো পাথরখানা সামনের দিকে সজোরে ছুড়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হল "হুম্‌ ওঁ,-ওঁ—"

মহাদেব একলাফে পাথরখানার আড়াল থেকে বাইরে দিয়ে দাঁড়াল, আবার একখানা পাথর কুড়িয়ে নিল।

অমর তার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখে, কিছু দূরে পিশাচটা কাত হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে ; তার মাথার একপাশ থেকে রক্ত বার হচ্ছে। সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে তার হাতের বর্শাখানা এক টানে কেড়ে নিলে।

সেই দিনই দুপুরের দিকে—

সামনে কয়েকটা বুনো কমলালেবুর গাছ। গাছ ভরে ফল ধরেছে। কোন কোন ডালের পাতা দেখা যায় না। ফল গুলোর কতক পাকা, কতকগুলোতে কেবল রঙ ধরেছে, কতকগুলো একেবারে কাঁচা। মাথার ওপর মেঘনির্ম্মুক্ত নীল আকাশ ; তার কোল ঘিরে বনাচ্ছন্ন নীলাভ শৈলমালা।

মহাদেব একটা সাল গাছের নীচে ঘাসের ওপর আধ-শোওয়া অবস্থায় রয়েছে। রোদটুকু বেশ মিষ্টি লাগ্‌ছে।

একটা গাছ থেকে পাকা কমলা ছিঁড়তে ছিঁড়তে অমর বল্‌ল—"লোকটি হয়ত বেঁচে নেই"

—"পিশাচের প্রাণ অত সহজে বার হয় না"—

ফলগুলো পকেটে পূরে নিয়ে অমর মহাদেবের পাশে বসে

পড়ল। তারপর সেগুলো সব পকেট থেকে বার করে ঘাসের ওপর রেখে বলল, "নাও। বুনো কমলা মন্দ লাগে না। আজ কমলা আর পাকা কুল খেয়ে কাটাতে হবে। বর্শাখানা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি; কিন্তু এখনও কাজে লাগল না।"

একটা কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মহাদেব বল্‌ল—"ও যদি মরেই থাকে ওর জাত ভাইরা মরেনি। এ ব্যাপারের প্রতিশোধ না নিয়ে কি তারা ছাড়বে!"

—"আমরা যে ওকে মেরেছি তা তো কেউ দেখেনি। দেখলে এটা ঠিক যে অক্ষত শরীরে কেউ এখনও থাকতাম না।" বলেই অমর হাতের কমলার খোসাগুলো সামনের জঙ্গলটার দিকে ছুড়ে দিল।

তারপর আবার বল্‌ল—"তুমি চমৎকার বুদ্ধি আঁটিয়েছিলে।" পাথরটি ওর পাশে গিয়ে পড়তেই সে দিকে যেই ফিরে তাকালো—"আরে দেখ দেখ, ঐ পাহাড়টির ওপর থেকে একসার মানুষ নেমে আসছে—"

মহাদেব চট্ করে উঠে বসে চোখের ওপর হাত রেখে সামনের পাহাড়টার দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

তাদের চারধারে পাহাড় ও ঘন জঙ্গল। তার মাঝে এই ছোট উপত্যকা খানি। কিছু দূরে সাদা বালির মধ্যে দিয়ে খুব সরু একটি জলধারা বয়ে চলেছে। রৌদ্রের বালি ও জল রূপার মত চিকচিক করছে। ওটা যেন বনদেবীর গলার হার।

মহাদেব তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে বল্‌ল—"এসময়ে বাইনা-কুলারটা থাকলে বড় সুবিধা হত—"

অমরও সামনের সেই পাহাড়টার দিকে তাকিয়েছিল। বল্‌ল—"সেদিন তাড়াতাড়িতে সব গোলমাল হয়ে গেল। সেখানে গেলে কিন্তু বাইনা-কুলারটা ও জলের বোতলটি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কারণ, বনে আর যাই থাক্ চোর নেই—"

মহাদেব বলল—"দেখছ লোকগুলোর মাথায় যেন শিং—"

"শিং না পালক ?"

"পালক পরে রেড ইণ্ডিয়ানেরা"

সামনের ঢালুটির ওপর একখানা ছোট পাথর গড়িয়ে দিতে দিতে অমর বল্‌ল—"আর এখানে বসে কি হবে ?"

—"যাবে কোথায় ?"

—"খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক্। মনে হচ্ছে, আমরা একেবার ব্রহ্মের সীমান্তে এসে—ও কিসের শব্দ ?" বলেই অমর কান পেতে শুনতে লাগল।

মহাদেবও মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

কিন্তু শব্দটা কিসের ও কোনদিক থেকে আসছে কেউ বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে নিস্তব্ধ বনভূমির একেবারে অন্তস্থল থেকে শব্দটা উঠছে গাং গাং গাং গাং !

মহাদেব বল্‌ল—"সেই মানুষগুলো কোথায় গেল ?"

অমর লাফিয়ে উঠে বল্‌ল—"ওঠ পালাও—ঐ যে তারা

বালির ওপর দিয়ে নদীর দিকে আসছে। মনে হচ্ছে নদী পার হবে। ওদের হাতে ঢাল ও বর্শা—"

—"ঐ যে কয়েক জনের হাতে লম্বা দা। রোদে বর্শার তীক্ষ্ণ আগা ও দায়ের মুখ ঝক্ ঝক্ করে উঠল—"

তাদের পিছনের দিকে একটি ঘন জঙ্গল ছিল। দুজনে তাড়াতাড়ি উঠে হ্যাভারস্যাক দুটি পিঠে তুলে লাঠি দুখানা হাতে নিল।

অমর বল্ল—"বর্শা—বর্শাখানা নাও—"

মহাদেব বর্শাখানা তুলে নিয়ে অমরের সঙ্গে ঝোপটার দিকে ছুটতে লাগল।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অমর বল্ল—"এখান থেকে দেখা যাক্ ওরা কোনদিকে যায়—"

মহাদেব বল্ল—"তবে আরও খানিকটা সরে যাওয়া যাক। ঐ যে ঐ খয়ের গাছটার নীচে পাথরখানার ওধারে—"

অমর মহাদেবের পিছনে যেতে যেতে একবার ফিরে দেখ্ল। তারপর বল্ল—"ঐ দেখ ওরা নদী পার হয়ে আমরা যেখানে বসেছিলাম সেই দিকে যাচ্ছে—"

খয়ের গাছটা সেখান থেকে বেশী দূরে ছিল না। দুজনে সামনে থেকে জঙ্গল সরাতে সরাতে খয়ের গাছটার নীচে গিয়ে পাথরখানার পাশে দাঁড়ালো।

আবার সেই শব্দ হচ্ছে গাং গাং গাং গাং। মহাদেব বল্ল—"শুনতে পাচ্ছ?"

অমর বলল—"হুঁ, শব্দটা পিছন থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে না ?"

মহাদেব নির্ভয়ে এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে বলল—"ঐ-ঐ দূরে নাচ হচ্ছে, নীচে ঐ পাহাড়টির ধারে তাকিয়ে দেখ।"

অমর পাথরখানার কাছ থেকে একটু সরে গিয়েই পিছিয়ে এসে বলল—"সেই লোকটি যাকে আমরা তখন মেরে ছিলাম। লোকটার হাতে লম্বা দা। ও আমাদের মাথা নেবার জন্য এগিয়ে আস্‌ছে—"

—"তুমি কি পিছিয়ে যেতে বল ?"

—"মোটেই না—"

তার কথা শেষ হতে না হতে পিছনে এক সঙ্গে কতকগুলো লোক চীৎকার করে উঠল।

দুজনে সভয়ে ফিরে দেখে, সেই লোকগুলা যারা তখন পাহাড় থেকে নেমে আসছিল, তারা একেবারে জঙ্গলের ধারে এসে পড়েছে।

মহাদেব বলল—"শীগগির, বাঁ ধারে ছুট দাও। ঐ দেখ, লোকটির পিছনে আরো অনেকে—"

—"আমাদের কি ওরা বেড়া জালে ঘিরবে ?"

—"তার আগেই জাল কেটে সরে পড়া যাক—"

এমন সময় হঠাৎ শাঁ করে তার মাথার ওপর দিয়ে একটা বর্শা চলে গেল।

দুজনে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যথাসাধ্য জোরে ছুটছে। সামনে ঢালু জমি, তার জায়গায় জায়গায় ছোট বড় পাথর। তার পরে পাহাড়।

ছুটতে ছুটতে অমর বলল—"বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, আমরা এতদূর এসে পড়লাম তবুও আমাদের পিছনে শত্রু বা অস্ত্র কিছুই আসছে না কেন!"

তার শেষ কথাটির সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে গোলমাল শোনা যেতে লাগল। মহাদেব ফিরে দেখে বল্‌ল—"যুদ্ধ—লড়াই! অবাধে দা-বর্শা চালাচ্ছে, ঐ দেখ!"

অমরও ফিরে দাঁড়িয়েছিল; বল্‌ল—"উঃ! কি বীভৎস দৃশ্য! লোকটা মাথা এক কোপে কেটে ফেল্‌ল।

—"শুধু কেটে ফেলল! ঐ যে মাথাটা কুড়িয়ে নিচ্ছে।"

—"পারল না—পারল না। ঐ দেখ ওর দলের এক জনের বর্শা লোকটার বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওর মাথা কেটে নিচ্ছে। কিন্তু আর একটা দল এল কোথা থেকে! লোকটা হেড্‌ হাণ্টার—"

—"ওরা মাটি ফুঁড়ে উঠেছে।"

—"বিজয়ী দল আমাদেরও হেড্‌হাণ্ট করবে। এই বেলা সরে পড় অমর—" বলে মহাদেব অমরের হাত ধরে একটা টান দিয়ে পাহাড়টার দিকে ছুটতে গেল।

—"দাঁড়াও। শেষ অবধি কি হয় দেখা যাক।"

—"ঐ যে ওরা পালাচ্ছে—"

—"তবে আর ভয় কি!"

—"কিন্তু এদিকে রাতের আশ্রয় চাই। সারা দিন কুল আর কমলা লেবুর ওপর দিয়ে কেটে গেল—"

—"ঐ দেখ যে লোকটি আমাদের প্রথমে আক্রমণ করেছিল তার মাথাটা মাটিতে লুটোচ্ছে।

দুপক্ষেই দু'চার জন করে হতাহত হয়েছিল; কিন্তু যারা নদী পার হয়ে এসেছিল তারা হ'ল জয়ী। তাদের হতাহতদের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে দিল ছুট। যারা আহত হয়েছিল, তারা কাতরাচ্ছে। কিন্তু বেশিক্ষণ সে যন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। জয়ীদের মধ্যে যাদের হাতে দা ছিল তারা ছুটে লোকটার মাথা কাটতে গেল।

হেড হাণ্টারদের ধারণা যে যতগুলো মাথা সংগ্রহ করতে পারবে; সে তত বড় বীর। বীরত্বে খাটো হতে চায় কে? তাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হল, সেই আগে মাথাগুলো সংগ্রহ করবে। ফলে বাধল ঘরোয়া দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের পরিণামে একজনের মাথা ঘাড় থেকে পরিষ্কার নেমে গেল। মাথাশূন্য রক্তাক্ত ধড়টা একপাশে লুটিয়ে পড়ল।

এ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে অমর ও মহাদেবের আর প্রবৃত্তি হল না। তারা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সামনের পাহাড়টার দিকে চল্‌তে লাগল।

ঢালুর ওপর উঠতে উঠতে অমর বলল—"যারা নাচ গানে মত্ত ছিল, তারা কে?"

—"ঐ যে ঐ পাহাড়ের ওপর উঠে যাচ্ছে। চল আমরা সরে পড়ি।"

এদিকে শীতের বেলা পড়ে আস্‌ছে। উপত্যকায় জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের দীর্ঘ ও কালো ছায়া পড়েছে। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে পাখী উড়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ পাখীগুলো টিয়া।

মহাদেব বলল—"জলের কি করা যাবে? জল না হলে ত চলবে না। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ—"

অমর এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল—"ঐ ডান ধারে ঢালুর পাশে বালি দেখা যাচ্ছে! ওটা সেই জলধারা, যার কাছে আমরা বসেছিলাম—"

—"আমার হ্যাভারস্যাকে চা আর কন্‌ডেন্‌সড মিল্কের চারটে খালি টিন আছে···চেপে ঢাকনি বন্ধ করলে জল পড়বে না··· চল, এই দিক দিয়ে ওখানে নেমে পেট পূরে জল পান করে দুটো টিনে জল ভর্ত্তি করে আনা যাক।"

—"কিন্তু আজকের রাতও কি গাছের ডালে কাটাবে!"

কথাটা মহাদেবের মনে ছিল না; অমরের কথায় সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারপর বলল—"উপায় কি!"

—"কোন বড় গাছও ত চোখে পড়ছে না যার ডালে দুজনে আশ্রয় নিতে পারি। আচ্ছা ঐ পাহাড়টার ওপর দিকে একটা গুহার মত কিছু দেখা যাচ্ছে না—"

মহাদেব লক্ষ্য করে বলল—"হয়ত ওটা গুহা, অথবা ঐ পাথরগুলোর মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। কিন্তু গুহাই

হোক বা ফাঁকা জায়গাই হোক, ওখানে উঠতে উঠতে যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে—"

—"সে এক ভাবনার বিষয় বটে কিন্তু টর্চ্চের আলোয় যতদূর সম্ভব—"

—"ব্যাটারিগুলোও যে শূন্য হয়ে এল।"

তার পর দুজনেই চুপচাপ চলতে লাগল। তারা ঢালুর ওপর থেকে দেখল নদীটার ধারে এক পাল বুনো মোষ। তাদের কতক জলে, কতক ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, দুচারটে এপাশে-ওপাশে মাঝে মাঝে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

অমর বল্‌ল—"এরপর হয়ত আসবে বাঘ। ওপারে ঐ লম্বা ঘাসের বন দেখছ। ওর মধ্যে বাঘ লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়—"

—"সবই সম্ভব। কেবল জল না হলে আজকের রাত কাটানো সম্ভব হবে না। জল চাই—বাঘ আসুক; হাতী আসুক, এই পিশাচের দেশে মানুষের সঙ্গে একঘাটে জল খাবে—"

মোষগুলোর সকলেরই বোধ হয় জল পান করা শেষ হয়েছিল। তারা মিনিট দুইয়েকের মধ্যেই সেখান থেকে দূরের জঙ্গলটার দিকে দৌড় দিল।

অমররাও ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে যতটা পারে জল পান করে, টিন দুটোয় ভরে নিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগল।

তারপর ঢালু জায়গাটির দিকে পাহাড়ের কাছে এসে ওপরে ওঠবার পথ খুঁজতে লাগ্‌ল।

তিন

কিছুক্ষণ আগেই সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে।

যে ছায়া ক্ষীণ ছিল তা গাঢ় হয়ে এসেছে, যেখানে আলো ছিল, সেখানে এখন অন্ধকার।

দুজনে ওপরে উঠ্‌ছে। গুহাটি বড় জোর একশ ফুট উঁচুতে হবে।

তাদের ডানধারে কোমর-সমান উঁচু জঙ্গল। নানা রকম গাছে ভরা। কোন কোন গাছের পাতা হাতে লেগে হাত কুটকুট করছে; কোন কোন গাছের কাঁটায় ছড়ে কয়েক জায়গায় একটু রক্ত বেরিয়ে এল। ক্ষতগুলো জ্বালা করছে।

অমর বলল—"আর যে কিছু দেখা যায় না। আন্দাজে মনে হচ্ছে আমরা অর্দ্ধেক পথ উঠেছি। এবার টর্চ্চ জ্বাল।"

মহাদেব হ্যাভারস্যাকটি পিঠ থেকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে এনে হাঁতড়ে হাঁতড়ে তার মধ্যে থেকে টর্চ্চ বার করে বল্‌ল—"ঐ যাঃ! এর মধ্যে যে ব্যাটারি নেই। অমর তোমার টর্চ্চটা—"

—"আমার টর্চ্চটার যে বাল্‌ব খারাপ হয়ে গেছে…"

—"তোমার কাছে সেই যে ভাল ব্যাটারিগুলো পরশু দিয়েছিলাম—"

—"ভুল করছ। পরশু নয়, কাল আমাকে দুটো খারাপ

ব্যাটারি দিয়ে বললে এগুলো রেখে দাও, যাহোক কোন কাজে লাগবে—"

মহাদেব হ্যাভারস্যাকটি হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে বলল—"আমার এটির মধ্যেও খারাপ ও ভাল ব্যাটারিতে মিশিয়ে গেছে। উপায় ?"

—"দাঁড়াও দেশালাই জ্বালি—" বলে অমর পকেট থেকে দেশালাই বার করে জ্বাল্লো। কিন্তু উত্তুরে বাতাসের এক ফুৎকারে তৎক্ষণাৎ কাঠিটা গেল নিবে। আবার জ্বালল, আবার নিবে গেল। আবার জ্বালবার উদ্যোগ করতেই মহাদেব বলল—"কাঠিগুলো ফুরিয়ে যাবে। দাঁড়াও এই যে ব্যাটারি পেয়েছি।"

তার কথা শেষ না হতেই অমর তার হাত চেপে ধরে বল্‌ল—"কি ওটা ?"

তখন গাঢ় অন্ধকারের বন্যায় সমগ্র পার্ব্বত্যভূমি ঢেকে গেছে। আলোর মধ্যে কেবল আকাশে তারা, নীচে জোনাকী, শব্দের মধ্যে কেবল উত্তুরে বাতাসের হু হু শব্দ ও ঝিল্লীর আর্ত্তনাদ।

মহাদেব বলল—"কি ?"

—"ঐ যে নীচে ধক ধক করে জ্বলছে—"

টর্চ্চটার খোলের মধ্যে তখন ব্যাটারি পোরা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ক্যাপটা এঁটে মহাদেব সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না।

সে শুষ্ক গলায় বলল—“বাঘ—উঠে আসছে—”

অমর তাকে জোরে একটা ঠেলা দিয়ে বলল—“ওঠ শীগগির—”

“কোথায় !” মহাদেবের শরীরটা যেন একটু অবশ হয়ে এসেছিল।

অমর তার সে ভাব বুঝতে পেরে বলল—“আমরা ওর ওপর দিকে আছি। যদি বাঘই হয় ধরবার সময় আমাদের ঘাড়ে পাকিয়ে পড়বে ! কিন্তু যদি ক্রমাগত ওপরে উঠতে থাকি হয়ত শেষ অবধি আর ধরবার চেষ্টা করবে না—”

—“করবে না ?”

—“না—ওঠ—” বলে অমর মহাদেবকে একরকম ঠেলেই তুলতে লাগল।

কিন্তু পাথর ভরা পথ। প্রতি ধাপে বাধা।

হাত চার পাঁচ উঠে অমর একবার পিছন দিকে ফিরে দেখল। ঐ যে এখনও জ্বলছে, আরও খানিকটা যেন উঠে এসেছে। তার মনে হল, বাঘের মুখে আজ অনিবার্য্য মৃত্যু। সে বলল “না, দেশালাইটা জ্বালতেই হল। আমার হ্যাভারস্যাকে দুখানা খবরের কাগজ আছে। তাই দিয়ে আগুন জ্বালি। খামকা প্রাণ দিতে যাব কেন ? বলতে বলতে সে ক্ষিপ্র হাতে হ্যাভারস্যাক থেকে একখানা খবরের কাগজ টেনে বার করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

আগুনের আভায় দেখল, সামনে কয়েকটি ছোট ছোট কাঁটা

গাছের শুকনো ডাল পড়ে আছে। আগুন দেখে মহাদেবের শরীরে শক্তি ও মনে সাহস ফিরে এল। সে তাড়াতাড়ি ডালগুলো জড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

অমর বলল—"তুমি ততক্ষণ টর্চ্চটা ঠিক কর। আমি আগুনটা জ্বালিয়ে রাখছি—"

মহাদেব আবার হ্যাভারস্যাক থেকে চারটে ব্যাটারি বার করে, টর্চ্চ লাগিয়ে সুইচ টিপল। এবারও আলো জ্বলল না। সে ব্যাটারিগুলোকে অদল বদল করে টর্চ্চে পূরে আবার সুইচ টিপল! নিমেষে তারি থেকে সুতীব্র ও সাদা আলো তীরের মত অন্ধকারের বুক চিরে দূরে গিয়ে পড়ল।

তাতে বহুদূর অবধি স্পষ্ট দেখা গেল। আগুন তখন জ্বলছিল। যে জায়গায় তারা সেই জ্বলন্ত জিনিষ দুটো দেখে-ছিল, সেই জায়গাটির ওপর টর্চ্চের আলো ফেলতেই সেখান থেকে চট করে একটা কি যেন পাশে সরে গেল।

অমর বললে—"কিছু নেইত—"

মহাদেব তার পর টর্চ্চের আলো চারধারে ঘুরিয়ে বলল—"এবার এখান থেকেই গুহাটা পরীক্ষা করা যাক—"

অমর বলল—"এই শীতে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। আগুনটা থাকতে এস হাত দুখানা সেঁকে নিই—"

মহাদেব ততক্ষণে গুহাটি লক্ষ্য করে টর্চ্চের আলো ফেলছে। নীচে থেকে সেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল; ওপরে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

সে আরও বার কয়েক এধারে-ওধারে টর্চ্চটা ঘুরিয়ে বাঁ দিকে তার আলো ফেলেই চমকে উঠল। আলোতে দেখা গেল, সেটা গুহা নয়। ওপরে, নীচে ও পাশাপাশি সাজানো খান কয়েক বড় পাথর। তাদেরই মাঝে যে ফাঁকে রয়েছে সেটাকেই দেখাচ্ছে ঠিক একটা গুহার মত।

অমরও ঠিক সেই সময় জায়গাটার দিকে ফিরে তাকাল; তাকিয়েই বলে উঠল—"ভাল্লুক!"

—"ভাল্লুককে তাড়িয়ে ওর গুহা দখল করতে হবে!" বলে মহাদেব একটু নেমে অমরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ভাল্লুকটার চোখে আলো পড়তেই সেও একটা ক্রুদ্ধ ডাক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

একটু আগে দুজনেরই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। এখন বেশ গরম বোধ হতে লাগল।

অমর বলল—"কিন্তু তা না হলে এই গহন বনে শীতে কোথায় রাত কাটাব?"

—"কাজটা বড় সোজা নয়। আর যদি বা ওকে গুহা থেকে বার করা যায়, গুহাটা বেশীক্ষণ দখলে রাখা যাবে না, ও আবার ফিরে আসবে।"

ইতিমধ্যে অমর গোটা কয়েক পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছিল। সে ভাল্লুকটাকে লক্ষ্য করে একখানা পাথর ছুড়ে মারলে।

পাথরখানা গুহার মত জায়গাটার বাইরে একখানা পাথরে লেগে ছিটকে পাশে গিয়ে পড়ল। তার পরই আবার একখানা;

আরও একখানা। শেষের খানা গিয়ে ভাল্লুকটার লাগল ঠিক নাকে। সে আঘাতে ভাল্লুকটা তৎক্ষণাৎ পড়ে গেল।

মহাদেব বলল,—"এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়। তোমার নির্ব্বুদ্ধিতায় আজ ভাল্লুকের হাতে আবার প্রাণ যাবে—"

—"নেমেই বা যাবে কোথায়! নীচেও ত রক্ষা নাই—"

—"ওপরে থাকলেও ভাল্লুকে ছিঁড়ে খুঁড়ে শরীরটাকে অক্ষত রাখবে না" —বলে মহাদেব আবার টর্চের আলো ভাল্লুকটার ওপর ফেলল; ফেলে বলল—"ঐ দেখ উঠে দাঁড়িয়েছে।"

—দাঁড়াক, আমি ওটাকে শেষ করবই, দাও টর্চটা আমার হাতে—" বলে অমর মহাদেবের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিলে।

—"বেশ। তবে ভাল করেই চেষ্টা করা যাক!" বলে মহাদেব তার হ্যাভারস্যাকের ভেতর থেকে হাত দুই লম্বা ও হাত খানেক চওড়া ছেঁড়া কাপড় বার করে লোহা বাঁধানো লাঠিখানার মাথায় জড়িয়ে বাঁধল। তারপর একটা বড় শিশি থেকে খানিকটা স্পিরিট তার চারধারে ঢেলে শিশিটা আবার ছিপি দিয়ে বন্ধ করে হ্যাভারস্যাকে রেখে লাঠির আগায় আগুন ধরিয়ে দিল। সেটা মশালের মত জ্বলতে লাগল। সেটাকে সামনের দিকে বর্শার মত কাৎ করে ধরে বলল—"ওঠ অমর! টর্চটা এক মুহূর্ত্তও সরিও না—"

দুজনে পাশাপাশি উঠতে লাগল। অমরের পিঠে বর্শাখানা বাঁধা। সে লাঠি ভর দিয়ে উঠছে।

হাওয়ায় আগুনের শিখা এধারে-ওধারে ঘুরছে। তারা যত কাছে আসে ভাল্লুকটা তত অস্থির হয়। টর্চের আলোয় তার চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে, পাথরের আঘাতে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। শেষে যখন দুজনে তার কাছ থেকে প্রায় হাত



দশেক দূরে, তখন সে গুহার ভেতর থেকে বেগে বেরিয়ে পাশের অন্ধকারে সরে গেল।

অমরও তাকে অনুসরণ করে টর্চের আলো ফেলল।

মহাদেব বলল—"ঐ যে নেমে যেতে যেতে ফিরে দেখছে।

এই বেলা চল, জায়গাটা দখল করে ওর মুখের কাছে আগুন জ্বেলে রাখি। আজও সারারাত চোখে ঘুম আসবে না—"

গাছের ডালের চেয়ে ভাল্লুকের বাসা ঢের ভাল।"

দুজনে ওপরে উঠে গহ্বরটার মুখের কাছে দাঁড়াতেই একটা উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগল।

মহাদেব ভেতরে টর্চের আলো ফেলে বলল—"কোন পচা জিনিষ বা কিছু ত দেখা যাচ্ছে না। তবে কিসের গন্ধ?"

অমর বলল—"ভাল্লুকটার গায়ের। ঐ দেখ ভেতরে অনেক-খানি জায়গা রয়েছে, দুজনে স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি শুয়ে থাকা যায়!"

—"চল—সতরঞ্চিখানা বিছিয়ে একটু আরাম করে বসে একটু জল পান করা যাক—"

—"তার আগে বাইরে আগুন জ্বালবার যোগাড় কর—"

দুজনে গহ্বরটার ভেতর হ্যাভারস্যাক দুটো রেখে চারধারে থেকে শুকনো ঘাস, কাঁচা গাছ জড় করে রাখল। তারপর ধরাধরি করে খান কয়েক পাথর এনে গহ্বরের মুখে সাজিয়ে ঢোকবার পথটা ছোট করে ফেলল।

অমর বলল—"এবার চল। কিন্তু ব্যাটারিটা কি সারারাত জ্বলতে পারে না—?"

—"না, যদি বা জ্বলে, ফলে আর ওটাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। তোমার হ্যাভারস্যাকটা একবার খুঁজে দেখত;

সত্যই ওর মধ্যে কোন ভাল ব্যাটারি আছে কি না। আমার মনে হচ্ছে যেন, এখনও চারটে আছে—"

"আচ্ছা"—বলে অমর গহ্বরটার ভেতরে ঢুকে সতরঞ্চিখানা খুলে পাথরের ওপর বিছিয়ে দিল।

মহাদেব লাঠির আগা থেকে আগুনটা খুলে শুকনো পাতাগুলোর ওপর ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর সতরঞ্চির ওপর বসে বলল—"এখন বাঘ-ভাল্লুক যেই আসুক না, এখান থেকে এক চুলও নড়ব না। শরীর ক্লান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ভেঙ্গে পড়েছে" বলেই সে হ্যাভারস্যাকটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অমর বলল—"কিন্তু বাইরের আগুন কতক্ষণ থাকবে?"

মহাদেব বলল—"যতক্ষণ হয় জ্বলুক। আর কিছু করতে পারব না। যদি ভাল্লুকটা ফিরে আসে ওর সঙ্গে পাশাপাশি ঘুমোব, ওর গায়ের কম্বলে এই শীতে আরাম বোধ হবে—"

—"প্রথম রাতে কে জাগবে?"

"তুমি—ভাই" বলতে বলতে মহাদেবের কথা জড়িয়ে এল, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল।

একটিন জল নিঃশেষ করে নিঃশ্বাস ফিলে অমর বলল—"বেশ—"

ভেতরে মহাদেবের নাক ডাকছে, বাহিরে আগুন চটপট শব্দে জ্বলছে, ফুলকি উড়ছে, ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁ ঝাঁ করছে, জোনাকীর ঝাঁক যথেচ্ছ উড়ে বেড়াচ্ছে, শীতের বাতাস হু হু করে বয়ে

যচ্ছে। হাওয়ায় যেন কতদূর থেকে পার্ব্বত্য ভূমির ওপর দিয়ে শিয়ালের ডাক ভেসে এল। রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

অমর বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জেগে বসে আছে, তার হাতে বর্শা।

চার

—"ওঠ—ওঠ—মহাদেব—শীগগির ওঠ—"

মহাদেব ধড়মড় করে উঠে বসল। প্রথমটা বুঝতে পারল না সে কোথায় ও ব্যাপার কি! কেবল দেখল চারধারে অন্ধকার।

—"শুনছ মহাদেব—বাঘ ডাকছে বাঘ—" বলে অমর টর্চের স্যুইচ টিপল; তার আলো তীরের মত অন্ধকারের বুক চিরে দূরে গিয়ে পড়ল।

মহাদেব বলল—"বাঘ?—কোথায়?"

—"তা জানি না! ঐ শোন। সম্ভবতঃ সেই নদীর ধারে ডাকছে—"

—"বাইরে আগুনটাও যে নিভে গেছে দেখছি। ভাল্লুকটা আর আসেনি?"

"না হয়ত এবার আসবে। এখন রাত ঠিক দুটো—" বলে

অমর তার ঘড়িটা আর একবার দেখে কানের কাছে তুলে সেটা চলছে কিনা পরীক্ষা করল।

মহাদেব বলল—"বর্শাখানা আমার হাতে দাও। তুমি এবার ঘুমোও—"

অমর সতরঞ্চির ওপর শুয়ে বলল—"মহাদেব, কাল থেকে এই পিশাচের দেশের বাইরে যাবার পথটা খুঁজতে হবে। আর দরকার নেই—"

মহাদেব তার কথার কোন জবাব দিল না। সেও মনে মনে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল—এখানে আর নয়।

অমর ঘুমাচ্ছে, মহাদেব বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মিনিট কতক পরে তার মনে হল, দূরে মাটি থেকে অনেকটা ওপরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে, আলোটা এক ভাবে জ্বলছে। ওটা কি?

সে মনে মনে আলোচনা করল, দুপুরে যেখানে নাচ দেখেছিল—এবং যেখানে তারা দু'জনে বসেছিল বা যুদ্ধ হয়েছিল, আলোটা সেইদিকে জ্বলছে না। আলোটা জ্বলছে, তারা যে পাহাড়টার গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে তার ডানধারে। ওখানে যে মানুষ আছে, এতে আর ভুল নেই। কিন্তু অত ওপরে আলো জ্বলবে কেন!

তারা না হয় বাধ্য হয়ে পাহাড়ের গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মত আর কেউ কি ভাল্লুককে তাড়িয়ে—কথাটা

শেষ হল না। হঠাৎ গহ্বরটার বাইরে শব্দ হল। ফোঁস ফোঁস। আলোয় তাদের চোখ ছোট হয়ে এসেছে।

সে চট্ করে টর্চটার সুইচ টিপল, তার মধ্য থেকে আলো ছুটে বেরিয়ে এল। সেই আলোয় সে দেখল, এক জোড়া হায়েনা গহ্বরটার মুখে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে।

আলোয় তাদের চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে। সে বর্শাখানা দিয়ে তাদের একটার চোখে খোঁচা দেবার আগেই জন্তু দুটো অন্ধকারে ডুবে গেল।

মহাদেবের একবার ইচ্ছা হল, গহ্বর থেকে বেরিয়ে দেখে, তারা কোন দিকে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই বাঘ ডাকছিল, এ অবস্থায় গহ্বর থেকে বার হওয়া বিপজ্জনক। তাছাড়া, তার মনে হয় ভাল্লুকের গহ্বরে তারা আশ্রয় নিয়েছে। ভাল্লুকটার গুহার কাছে আসা অসম্ভব নয়।

ঐ যে সর সর শব্দ হচ্ছে কিসের! মনে হচ্ছে, কি একটা টান্‌তে টান্‌তে কে যেন ওপরে উঠছে।

সে একবার ভাবল, অমরকে ডেকে তোলে; আবার ভাবল, সে নিজে ত ঘুমিয়েছে। ও বেচারায় ঘুম পরিপূর্ণ হয়নি, শরীরে ক্লান্তি পুরো মাত্রায় আছে। দেখা যাক্ শেষ অবধি কি হয়।

শব্দটা ততক্ষণে আরও কাছে এসেছে, সে মনে করলে আরও কাছে আসবে। কিন্তু তা হল না। তার বদলে সেই ভয়াবহ অন্ধকারে চক্ চক্ ও কড়মড় শব্দ হতে লাগল। তার মাঝে মাঝে কি যেন রাগে [illegible]

মহাদেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তার মনে হল, ওটা বাঘ না হয়ে যায় না। বাঘটা একটা কোন জন্তু মেরে চিবিয়ে তার হাড় ও মাংস খাচ্ছে।

মহাদেবের হাত-পা একটু কেঁপে উঠল, সে ভুলে গেল যে, তার হাতে চার ব্যাটারির একটি টর্চ। তার সুতীব্র আলোয় যে কোন প্রাণীকে সাময়িক ভাবে অন্ধ করে দেওয়া যায়।

ঐ কড়মড় শব্দটা এত ভয়ানক যে শুনে অবধি তার চিন্তাশক্তি কিছু অবশ হয়ে গেছে, সে চুপ করে টর্চ হাতে নিয়ে বসে আছে।

অমর চিৎ হয়ে শুয়েছিল ;—হঠাৎ চীৎকার করে উঠল।

সে শব্দে মহাদেবের চেতনা হল। সে চট্ করে সুইচ টিপে অমরকে ঠেলা দিতে দিতে বল্‌তে লাগল—অমর—অমর—ওঠ—ওঠ—শীগগির—"

অমর আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখল, সে আলো-আঁধারের মধ্যে শুয়ে আছে।

মহাদেব আবার ঠেলা দিয়ে বলল—"অমর ওঠ বাইরে বাঘ। একেবারে আমাদের গহ্বরটার কাছে এসে পড়েছে—"

অমর এবার চট করে উঠে বলল—"বাঘ? গহ্বরটার কাছে এসে পড়েছে? কি করে বুঝলে?"

—"কড়মড় শব্দ হচ্ছিল। বোধ হয় কোন জন্তুর হাড়-মাংস খাচ্ছিল—"

—"কৈ এখন শোনা যাচ্ছেনা ত।"

—"হয়তো আলো দেখে, আর আমাদের গলার আওয়াজ শুনে সরে গেছে—"

অমর মহাদেবের পাশে সরে এসে ঘড়ি দেখে বলল—"রাত চারটে। আর ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে দিতে পারলে হয়, তুমি টর্চটা নিভিও না—"

দুজনে চুপ করে বসে রইল। দূরে শিয়ালের দল রাত শেষ হবার খবর উঁচু গলায় ঘোষণা করল। সে খবরে কার লাভ জানি না। কিন্তু অমর ও মহাদেবের মনে একটু সাহস এল। দু'জনেরই মনে হল, শীঘ্রই রাতের এই ভয়াবহ অন্ধকার দূর করে ভোরের আলো দেখা দেবে।

তারপর সময় কেটে যেতে লাগল। বাইরে সে কড়মড় শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু দুজনেই আশঙ্কা করছে, এই বুঝি বাঘ আসে; বাঘ না এলেও ভাল্লুকটা হয়ত ফিরে আস্‌বে।

কিছুক্ষণ পরে মহাদেব বল্‌ল—"আমি দূরে ওপর দিকে একটি আলো দেখছিলাম। এখন আর সেটা নেই—"

—"সম্ভবতঃ কোন পিশাচের আস্তানার আলো সেটা—"

—"কিন্তু অত ওপরে কেন? মনে হয় কোন পাহাড়ের গহ্বর বা আমাদেরই এই গহ্বরটার মত কোন গহ্বরে সে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল—"

—"এ ছাড়া আর কোন রকম ভাবতেও ত পারছি না—"

এমন সময় বাইরে কোথায় যেন কাক ডেকে উঠল। দুজনে গহ্বরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল পূবের

পাহাড়গুলোর মাথায় কয়েকটা তারা নিভে গেছে, আর সেখানে ফুটে উঠেছে একটু ভোরের আলো।

আমার বলল—"আর আধ ঘণ্টা।"

—"আধঘণ্টাও লাগে না, বিপদ এক মিনিটেই ঘটতে পারে—"

—"দেখা যাক।"

সৌভাগ্যবশতঃ আর কোন উৎপাত হল না, চারধার থেকে হাজার পাখী কলরব করে জানাল—আর রাত নেই। আকাশ-তল আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পাঁচ

শীতের সকাল। পাহাড়ের মাথায় সূর্য্য উঠ্‌ল, নীচে বনে উপত্যকায় পাহাড়ের গায়ে মাথায় তা লুঠিয়ে পড়ল।

অমর বল্‌ল—"এবার চল রওনা হওয়া যাক্"—

সতরঞ্চিখানা গোটাতে গোটাতে মহাদেব বল্‌ল—"এবার করতে হবে খাবারের যোগাড়—"

দুজনে সব গুছিয়ে পিঠে হ্যাভারস্যাক বেঁধে লাঠি ও বর্শা হাতে নিয়ে গহ্বরের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল।

নামছে! আগে অমর, তার পিছনে মহাদেব!

হাত কয়েক নেমেই অমর থমকে দাঁড়িয়ে বলল—"ঐ দেখ শিউলী জঙ্গলের ফাঁকে—"

মহাদেব এগিয়ে এসে বলে উঠল—"হরিণ। হরিণটাকে কাল রাতের বেলা শিকার করে একটি বাঘ, এইখানে টেনে তুলে খেয়েছে।"

—"শুধু খেয়েছে নয়, খেয়ে এইখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে। সম্ভবতঃ পাহাড়ের ঐ জঙ্গলে—"

—"এত এক বিপদে পড়া গেল। কোন দিকে সে আছে জানবার উপায় নাই। আমাদের যেতে হবে ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তখন তার সামনে পড়াও বিচিত্র নয়—"

তারা দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে লাগল—কি করা যায়।

অমর বলল—"ওপর থেকে বড় বড় পাথর জঙ্গলের মধ্যে ছোঁড়া যাক। দু একখানা বড় পাথরও দুজনে ঠেলাঠেলি করে নীচে ঠেলে দিই, চল। বাঘ থাকলে, নিশ্চয়ই সরে যাবে—"

মহাদেব বলল—"সরে না গিয়ে তেড়েও আস্‌তে পারে—"

—"নাও পারে। মহাদেব ভয় করে এমন প্রাণী খুব কম আছে। তার ওপর দিনের বেলা। বাঘের বিক্রম খুব বেশী হবে না—" বলে অমর কতকগুলো ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে নীচে জঙ্গলের এধারে-ওধারে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

মহাদেবও তার সঙ্গে যোগ দিল।

প্রায় গোটা পঞ্চাশেক ঢিল ফেলে তারা দুটো বড় বড় পাথরকে ওপর থেকে ঠেলা দিয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে দিল।

পাথর দুখানা গড়াতে গড়াতে হুড়মুড় করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

দুজনে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জঙ্গলের চারধার দেখ্ছে। মহাদেব বলল—"জঙ্গলটা ওখানটা একটুও নড়ছে না—?"

অমর বল্ল—"ও হাওয়ায় দুল্ছে। ওখান দিয়ে কোন জন্তু চলে গেলে গাছগুলো ঠিক ওভাবে দুলতো না। চল—নামি—"

—"চল—"

দুজনে সাহসে ভর করে নামতে লাগলো। হরিণের সেই অর্দ্ধভুক্ত মৃতদেহের পাশ দিয়ে নীচের জঙ্গলে ঢুক্ল।

জঙ্গলটা পার হতে হতে দুজনের মনে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি বাঘটার সামনে পড়ে। কিন্তু কোন জন্তুরই সামনে তাদের পড়তে হল না, তারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে নীচে নেমে গেল।

অমর বল্ল—"আমরা যে পথে এখানে এসেছি, তা হয়ত খুঁজে পাব না। কিন্তু এই জায়গাটার ম্যাপ যা মনে আছে, তাতে বোধ হয় বরাবর উত্তর দিকে গেলে আসামের মধ্যে পৌঁছতে পারি—"

মহাদেবও সে কথাটি ভাবছে; বলল—"সম্ভব। পশ্চিমদিকে গেলেও বাঙ্গালাদেশে পৌঁছান যায়। আমাদের উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে হোক বাঙ্গালা বা আসামের মধ্যে গিয়ে পড়া।"

—"ঠিক বলেছ। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কেবল

পশ্চিম বা উত্তরদিক। ঐত সূর্য্য। চল, পশ্চিম দিকেই চলি—"

দুজনে ক্রমে সেই ছোট নদীটার ধারে এসে পৌঁছল। তার জলে হাত-মুখ ধুয়ে, খানিকটা জলপান করে টিন দুটোয় জল ভরে নিল।

মহাদেব বলল—"আজ যে রকম কোরেই হোক কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতেই হবে। কোন বন্য জন্তুর মাংস—"

অমর বলল—"আমরা ত শিকারী নই। তবে যদি বল, সেই হরিণটা বোধ হয় এখনও পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে পড়ে আছে, ওর দেহের খানিকটা কেটে আনি—"

কথাটা মুখে বললেও অমরের সে প্রবৃত্তি ছিল না। মহাদেব বলল—"দেখা যাক হাতে বর্শা ও লাঠি আছে, কোন রকমে যদি এ দুটো মাংস সংগ্রহের কাজে লাগানো যায়—"

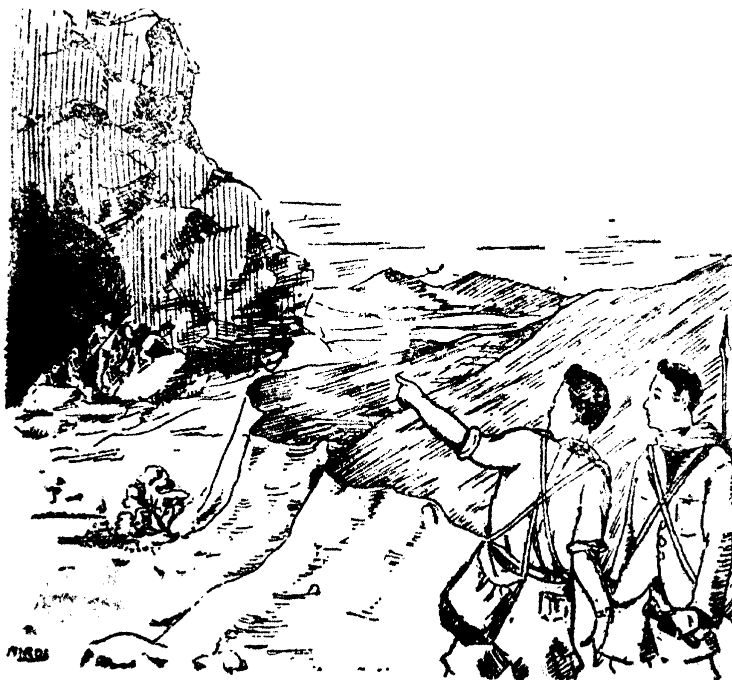
—"যদি নয়,—নিশ্চয় কাজে লাগাতে হবে।" বলে চারধারে তাকাতে লাগল।

মাথার ওপর দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে, চারধারে জন-মানবহীন জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্যভূমি। এর কোথায় বন্য জন্তু আছে কে জানে; আর থাকলেই যে তাকে শিকার করে খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাবে, তাও নয়।

লাঠি ভর দিয়ে দুজনে উঁচুনীচু জমির ওপর দিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জঙ্গল পড়ে।

প্রায় ক্রোশ খানেক এসে মহাদেব বলল—"ঐ পাহাড়টার ওপর দিকে তাকিয়ে দেখ।"

অমর মহাদেবের নির্দ্দেশমত তাকিয়ে দেখে পাহাড়টার মাঝ বরাবর একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখে অদ্ভুত আকৃতি



জন কয়েক লোক দাঁড়িয়ে। তাদের গায়ে পশুর চামড়া, মাথায় দুটো শিঙ, বোধ হয় মোষের, গলায় ও হাতে বোধ হয় হাড়ের অলঙ্কার।

লোকগুলো ওপরে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনকে একমনে

দেখছিল। অমর ও মহাদেব তাদের দিকে তাকাতেই তারা চট্ করে সেখান থেকে সরে গেল।

অমর বলল—"এরা কি আদিম মানুষ? আমরা পৃথিবীর আদিম মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদের যে কল্পনা করি, এদের পোষাকও সেই ধরণের—"

মহাদেব বলল—"স্বভাবও নিশ্চয়ই তাদের মত। বন্য জন্তুর কবল থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব, কিন্তু এদের কাছে মুক্তি নেই—"

—"তুমি কি পালাতে বল্‌ছ?"

—"হাঁ।"

—"কিন্তু পালাবেই বা কোথায়? আমরা এদেরই রাজত্বে এসে পড়েছি। কাল ত দেখেছিলে, নিজেদের মধ্যেই এরা কি রকম শান্ত-শিষ্টের মত ব্যবহার করে—তবুও পালাও—" বল্‌তে বল্‌তে মহাদেব বাঁ দিকে জঙ্গলটা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল।

অমরও তার পিছনে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সে ফিরে দেখল। দেখেই বলল—"মহাদেব ঐ ওরা আস্‌ছে। হাতে বর্শা—ছুট—"

তার কথায় মহাদেবও ফিরে দেখেই বলে উঠল, "পিশাচের দল—"

বনের কাছাকাছি গিয়ে আমর আবার ফিরে দেখেই বলল—"মহাদেব, বৃথা চেষ্টা, ওরা দু দলে ভাগ হয়ে গেছে—

একদল বনের ভেতর ঢুক্‌ছে আর এক দল বাইরে ছুটে আস্‌ছে—"

বনে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে মহাদেব বলল—"তবুও চেষ্টা করা যাক্। প্রাণ ত আজ গেছেই। আমাদের মাথা দুটো ওরা নিশ্চয় কেটে নেবে—"

কিন্তু সে জঙ্গলের গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে পথ করে ছুটে যাওয়া সহজ নয়। হাত কুড়িক না এগোতেই তাদের পিছনে যারা আসছিল তারা বনে ঢুকে পড়ল।

মহাদেব ফিরে দেখে বলল—"অমর বিনা যুদ্ধে মরার চেয়ে—"

অমর বল্‌ল—"বর্শার বিরুদ্ধে এ লাঠি কিছুই নয়, তার চেয়ে শান্ত-শিষ্টের মত ধরা দেওয়া যাক। তারপর যা আছে ভাগ্যে তাই হবে—"

মহাদেবের চিন্তা অন্য রকম। কিন্তু শেষ অবধি অমরের কথাই থাক্‌ল। কেন না আর তিন-চার হাত যেতে না যেতে তাদের পিছনে যারা ছিল, তারা এক হাতে জঙ্গল সরাতে সরাতে বর্শা উঠিয়ে ধরে তাদের পাশে উপস্থিত হল।

ওদিকে যারা বনে ঢুকে ছিল; বনের ওপরে তাদেরও বুক থেকে মাথা অবধি দেখা যাচ্ছে। ঐ যে তারা আস্‌ছে।

অমর ও মহাদেব ভাবল, এখনই তাদের জীবনের শেষ হবে, হয় বর্শা না হয় দায়ের আঘাতে দেহ আহত হল বলে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এরা অমন করে তাকিয়ে আছে কেন?

মহাদেব বিড় বিড় করে বলল—“অমর, এরা আমাদের দেখে বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছে—”

অমরও তাদের মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করে সেই কথাই ভাবছিল। কিন্তু মহাদেবের কথার কোন উত্তর দিল না। এক দৃষ্টিতে সেই লোক কয়টির চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যারা জঙ্গলে ঢুকেছিল, তারাও বন ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে উপস্থিত। মহাদেব ও অমরের চারি ধারে বর্শা, ঢাল ও দা হাতে সেই জঙ্গলের অধিবাসীরা মিনিট খানেক চুপ-চাপ থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ হাস্‌তে লাগল।

অমর ও মহাদেবের মনে হল, সে হাসির মধ্যে বিদ্রূপ ফুটে উঠছে।

তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগল। অমর বলল—“কি ব্যাপার বলত মহাদেব? এত হাসি ও কথা কিসের? কি ভয়ঙ্কর ওদের দাঁতগুলো দেখছ?”

হঠাৎ একজন দাঁত কড়্‌মড়্‌ করতে করতে অমরের মাথার ওপর দা তুলল। রৌদ্রে তার ধারালো মুখ চক্ চক্ করে উঠল। আর একজন চীৎকার করে মহাদেবের বুক লক্ষ্য করে বর্শা তুলল।

দুজনেরই বুকের ভেতর কাঁপতে লাগল;—এই তাদের শেষ। কিন্তু দুজনেই নিমেষে নিজেদের সামলে নিল। ভাবলে লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা করা [illegible]

মহাদেব হাতও একটু বাড়ালে। অমর বলল—ধৈর্য্য, চুপ। মারবার হলে এতক্ষণ আমরা জীবিত থাকতাম না—"

সত্যই তারা তাদের হত্যা করল না। দাখানা অমরের ঘাড়ে, বর্শাখানা মহাদের বুকের বাঁধার স্পর্শ করল মাত্র। অস্ত্র দুটির স্পর্শে দুজনেরই শরীরের মধ্যে কেমন একটি বিশ্রী শিহরণ জাগল।

তারপর সেই দুজনে এগিয়ে এসে অমর ও মহাদেবের হাতে ধরতেই বাকী যারা ছিল, তারা চীৎকার করে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

মহাদেব বলল—"অমর, আমরা বন্দী না বলির পশু—"

অমর বলল—"দুইই।"

যারা তাদের হাত ধরেছিল, তারা আবার হঠাৎ হেসে উঠল।

অমর বলল—"এদের হাসির কারণ এবার বুঝতে পেরেছি।"

অমরকে কথা শেষ করতে দিলে না, লোকটা তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। তার পাশে চলেছে বন্দী মহাদেব।

মহাদেব বলল—"লোকগুলোর শরীর কেমন পুষ্ট দেখেছ!"

আবার হাসি আরম্ভ হল। যে মহাদেবের হাত ধরেছিল, সে মহাদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় বড় ও অপরিষ্কার দাঁত বার করে হাসছে।

অমর বলল—"এ হাসির অর্থ বুঝলে, মহাদেব? আমাদের কথা শুনে ওরা হাসছে—"

—"ওদের খুশী করবার একটী উপায় পাওয়া গেল—"

—"আমার যতদূর মনে হয় কথার চেয়ে আমাদের রক্ত ও প্রাণই এদের বেশী খুশী করবে।"

দুজনে আর কোন কথা না বলে চুপ করে তাদের সঙ্গে চলতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গল পার হয়ে উঁচু-নীচু জমির ওপর দিয়ে যে পাহাড়ের গুহামুখে লোকগুলোকে দুজনে দেখেছিল, অমর ও মহাদেবকে নিয়ে তারা তার নীচে পৌছল।

ছয়

তাদের দুজনকে নিয়ে যখন তারা গুহামুখে উঠল, তখন বেলা আটটা। গুহার বাইরে ছোট-বড় হাড় ছড়ানো, ভেতরে অন্ধকার এবং সেখান থেকে একটা উৎকট গন্ধ বেরিয়ে আসছে। সে গন্ধ সহ্য করে সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো দুঃসাধ্য।

অমর ও মহাদেবের চার ধারে ছেলে মেয়ে ও বুড়োর ভিড়। গুহার ভেতরেও জনকয়েক বসেছিল।

অমর ও মহাদেব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সে গুহার

দিকে তাকিয়ে মহাদেবের গা টিপল। তার পর গুহার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল।

মহাদেব দেখল, গুহামুখে তাদের জলের বোতলটা পড়ে আছে। কিন্তু তার গলায় স্ট্রাপ ও গায়ের বেল্ট নেই।

মহাদেব বলল—"যখন জলের বোতল দেখা গেছে, বাইনাকুলারটাও দেখা যাবে—"

সে ও অমর এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু বাইনাকুলারটিকে কোথাও দেখতে পেল না।

কয়েক মিনিট পরেই যারা তাদের ধরে এনেছিল, তারা তাদের নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকল।

গুহাটি পূর্ব্বমুখো; সেজন্য তার মধ্যে আলো এসে পড়েছে। কিন্তু কি দুর্গন্ধ!

ভেতরে অনেক খানি জায়গা। অন্ততঃ ত্রিশজন লোক তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে শুয়ে ও বসে থাকতে পারে।

অমর ও মহাদেবকে তারা একেবারে ভেতর দিয়ে এসে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বাইরের দিকে চলে গেল।

অমর বলল—"এরা দেখছি গুহাবাসী, কিন্তু কোন শয্যা নেই, বাসন পত্রও চোখে পড়ছে না—"

"ঐ যে কয়েকটা হাঁড়ির মত রয়েছে। সর্ব্বনাশ! এখানেও মড়ার মাথা জড় করা?"

"কৈ?"

—"ঐ যে কোণে" বলে মহাদেব হাত তুলে জায়গাটা দেখাল।

অমর বলল—"ওর সঙ্গে তোমার-আমার মাথা দুটোও শীগ্‌গিরই কাটা হবে। কিন্তু আর ত দাঁড়ানো যাচ্ছে না, আমি বসছি—"

অমর সেখানে পাথরের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

—"কাটে মাথা কাটুক; তার আগে কিছু খাব—" বলে মহাদেবও অমরের পাশে বসল।

বাইরে যারা ছিল, তারা সকলে তখন কলরব করছে।

মহাদেব বলল—"ঐ দেখ অমর, তোমার বাইনাকুলারটা।"

অমর দেখল, একজন লোকের গলায় বাইনাকুলারটা ঝুলছে। লোকটা এতক্ষণ সেখানে ছিল না, আগেও তারা তাকে দেখেনি। অমর বলল—"লোকটা ওর উপকারিতা তাহলে বুঝেছে?"

—"অসম্ভব নয়। কৌতূহলবশে চোখে দিয়ে দেখতে দেখতে ওর উপকারিতা চেপে পড়েছে—"

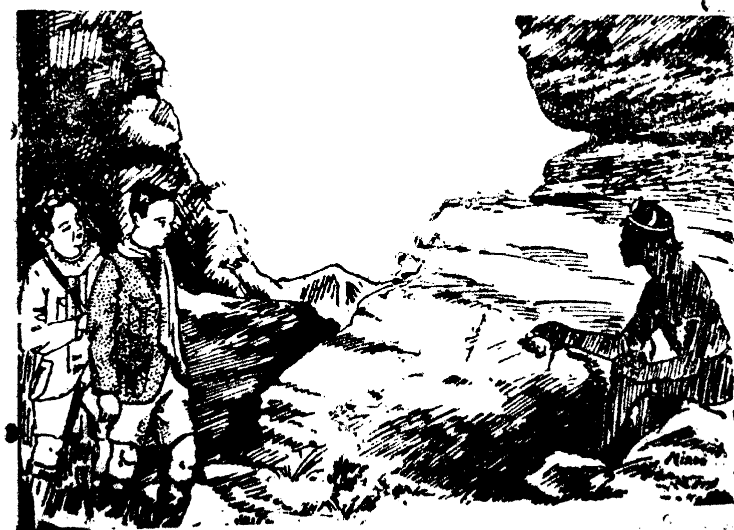
—"কি করে এ্যাডজাস্‌ট করতে হয়, তা নিশ্চয় শেখেনি। ঐ দেখ মহাদেব, আমাদের খাবার আনছে—"

"ও যে গিরগিটি, ইঁদুর, ব্যাঙ্‌"

কিন্তু সে খাবার গুলো মহাদেবদের জন্য নয়, যে লোকটি এনেছিল, গুহার একধারে বসে সে নিজে সেগুলো খেতে লাগল। তা দেখে তাদের দুজনের খাবার প্রবৃত্তি আর রইল না। ঘৃণায় নাড়ি পর্য্যন্ত উঠে আসবার মত হল।

অমর বলল—"মহাদেব, এরা যে কেবল ঐ সব অখাদ্য খায় তা বোধ হয় নয়। ভাল জিনিষও কিছু খেয়ে থাকে। ইসারায় জানাব কিছু খাবার চাই ?"

মহাদেব বলল—"এ প্রস্তাব মন্দ ঠেক্‌চে না, শেষ অবধি রাখলে হয়—"



"দেখাই যাক না—" বলে অমর সেই লোকটার কাছে সরে গিয়ে ইসারায় জানালে—"খাবার দাও, খিদেয় পেট জ্বলছে।"

লোকটি প্রথমে তার কথা বুঝতে পারল না। অমর আবার ইসারা করল।

এবার সে বুঝলে। ইসারায় গিরগিটি ও ইঁদুরটা দেখিয়ে বলল—"খাবে ?"

অমর ও মহাদেব দুজনেই মাথা নেড়ে জানাল—"না।"

লোকটা আর কিছু না বলে গুহাটার একধারে উঠে গেল। বাইরেও তখন খাওয়া-দাওয়া চল্‌ছে, ছেলে মেয়ে, বুড়ো সকলে গোল হয়ে বসে কি যেন খাচ্ছে।

অমর ও মহাদেব গুহার ভেতরের সেই লোকটার কাজ কর্ম্ম লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। দেখ্‌ল, সে নোংরা একটি হাঁড়ি থেকে কি একটা তরল জিনিষ একটা পাতার পাত্রে ঢালল। তার চারিধারে তৎক্ষণাৎ মাছি উড়তে লাগল; হাঁড়িটার কানাতেও মাছি বসে আছে। তারপর লোকটা কয়েকটি শাঁকআলু ও কতকগুলো কাঁচা চীনে বাদাম নিয়ে সেই জিনিষটার সঙ্গে তাদের সামনে এনে রাখলো।

মহাদেব বলল—"এ জিনিষটা কি বল ত ? এর মধ্যে কয়েকটি মাছি মরে রয়েছে—"

অমর তার গন্ধ শুঁকে বলল—"মনে হচ্ছে মধু" তারপর আঙুলে করে একটু জিবে দিল। মহাদেব জিজ্ঞাসা করলে—"কি ?"

"মিষ্টি, বোধ হয় মধু—চেখে—দেখ—"

মহাদেব জিনিষটা একটু জিভে দিয়ে দেখল, কিন্তু তার ভেতর মাছি দেখে খাবার বিশেষ ইচ্ছা হল না।

অমর বললে—"এই শাঁকআলু আর চীনে বাদামগুলোই খাওয়া যাক।"

সে লোকটা তখন বসে বসে ইঁদুর খাচ্ছে। ইঁদুরের হাড়-গুলো মড়্ মড়্ কোরে চিবোচ্ছে, তার দুকষ বয়ে রস গড়াচ্ছে।

এ দৃশ্যে ও শব্দে শাঁকআলু এবং চীনে বাদামও তাদের গলা দিয়ে নামলো না। কিন্তু পেটে তখন আগুন জ্বলছে। তার ফলে দেহে-মনে স্বস্তি নেই। তারা লোকটার দিকে পিছন ফিরে খেতে সুরু করল।

এমন সময় বাইরে ভয়ানক গোলমাল হতে লাগল। তারা দুজনে ফিরে দেখে জন কতক লোক বর্শা, ঢাল ও লম্বা দা নিয়ে কোথায় যেন যাবার উদ্যোগ করছে।

অমর বলল—"আমাদের মত কোন পথিকের সন্ধান পেয়েছে কি ? সে না একটু উঠে গিয়ে দেখা যাক—"

মহাদেব অমরের কথায় সায় দিয়ে উঠে গুহামুখে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সেই লোকটা উঠে এসে তাদের পথ রোধ করল।

অমর বলল—"আমরা যে বন্দী এ কথা মনে ছিল না। যখন বন্দী হয়েছি তখন এখানে ঠাণ্ডা পাথরের ওপর বসে থাকি কেন ? সতরঞ্চিখানা হ্যাভারস্যাকটার ওপর হেলান দিয়ে জমিদারের কায়দায় বসা যাক।"

মহাদেব বলল—"খাওয়া ত হল। এবার একটু জল—তোমার টিনের কৌটায় বোধ হয় এখনও জল আছে—"

—"বোধ হয় কি ? নিশ্চয়ই আছে" বলে মহাদেব একটা

কৌটা বের করে তার ঢাক্‌নি খুলে অর্দ্ধেক জল নিয়ে পান করল বাকীটুকু দিল অমরকে।

যে লোকটি বসে বসে তাদের পাহারা দিচ্ছিল, সে কৌটা থেকে জল পান করতে দেখে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কৌটার দিকে তাকিয়ে রইল।

সে ঘোর কাটলে সে এগিয়ে গিয়ে কৌটাটা মহাদেবের হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তবুও যেন বুঝতে পারল না তার ভিতর কি করে জল থাকতে পারে।

অমর বলল—"বুঝিয়ে দাও কি করে ওর মধ্যে জল থাকে।"

—"ওরাই বুঝে নেবে। কেননা জিনিষটা আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না।"

মহাদেবের কথাই ঠিক হল। টিনটা সে আর ফেরৎ দিল না, হাতে নিয়ে গুহার মুখে এগিয়ে গেল।

যারা বাইরে গোলমাল করছিল তারা ততক্ষণে চলে গেছে।

অমর ও মহাদেব সতরঞ্চি বিছিয়ে তার ওপর "আরাম" করে বসে পড়ল। অমর ঘড়ি দেখে বলল—"বেলা দশটা, আর কতক্ষণ পৃথিবীতে আছি কে জানে!"

মহাদেব পকেট থেকে ছুরি বার করে হাতের নখ কাটতে কাটতে বলল—"যতদূর মনে হচ্ছে, এরা আমাদের প্রাণে মারবে না।"

—"ঐ ত্যাখ তার যোগাড় হচ্ছে" বলে—অমর গুহা মুখটি দেখিয়ে দিলে।

মহাদেব দেখল, সেই বুড়ো লোকটা বসে বসে পাথরে একখানা বড় দা শান দিচ্ছে, আর লাল ছোট চোখ দুটো তুলে মাঝে মাঝে তাদের দিকে তাকাচ্ছে। লোকটার চাহনির মধ্যে হিংস্রতা ফুটে বার হচ্ছে।

দুজনে আর কোন কথা বলল না। চুপ চাপ বসে থাকতে থাকতে তাদের চোখের পাতা ভারী হয়ে গেল। দুজনেই হ্যাভারস্যাকের ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুজনেই অঘোর ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ একটা শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তারা চমকে উঠে বসল,—এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রথমে বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। গুহার মধ্যে তখন একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে, বেশ শীতও করছে।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করল—"কি ? ব্যাপার কি ? এত গোলমাল কিসের ? মনে হচ্ছে সকলের মহা আনন্দ হয়েছে।

যে লোকটা তাদের পাহারা দিচ্ছিল, সে তখন বাইরে গেছে। তারা দুজনে সুযোগ দেখে গুহামুখে গিয়ে দেখে, প্রকাণ্ড একটা হরিণ পড়ে আছে। তার চারধারে সকলে আনন্দ করছে।

অমর বলল—"আজ ভোজ হবে।"

মহাদেব বলল—"রাত্রে বোধ হয় নাচ গানও হবে। যদি বেঁচে থাকি দেখে চোখ সার্থক করব—"

এমন সময় সেই লোকটা ছুটে এসে তাদের দুজনকে তাড়িয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

দুজনে অগত্যা আবার সতরঞ্চির ওপর গিয়ে বসল।

অমর ঘড়ি দেখে বলল—"বেলা আড়াইটা। এত ঘুমিয়ে ছিলাম।"

মহাদেব বলল—"তোমার ক্যামেরাটি যদি সঙ্গে আনতে।"

"লাভ কি হতো? ভূত হয়ে ছবি নিয়ে কি করতাম? বাইরে কি রকম হট্টগোল শোন। বোধ হয় হরিণটাকে ছাড়ানো হচ্ছে।"

"যদি কিছু অংশও পাই। সঙ্গে লবণ ও গোল মরিচ আছে। মাংসটা কোন রকমে ঝলসে নিয়ে খাওয়া যেতে পারে।"

—"এ অবস্থায় ঐ জিনিষই হবে মোগলাই কারির মত, কিছু কি আর দেবে না?"

মহাদেব হেসে বলল—"সেই আশায় থাক।"

সত্যই বাইরে তখন হরিণটার ছাল ছাড়ানো হচ্ছিল।

অমর বলল—"এরা লোহা পায় কোথা থেকে? আর সেই লোহার অস্ত্রশস্ত্র গড়েই বা কেমন করে? কোথাও ত কামারশাল দেখছি না—"

মহাদেব বলল—"এ কথাটা আমিও ভাবছি, মনে হয়, কাছেই এদের আরও জাতভাই আছে। অথবা এরা নিজেরাই ওই পাহাড়ের একধারে বসে আগুন জ্বেলে, লোহা পুড়িয়ে, পিটে দা ও বর্শা তৈরী করে। ঢালগুলো দেখা যাচ্ছে চামড়ার। ও চামড়া গণ্ডারের। আজ যেমন দল বেঁধে হরিণ-শিকার করে এল অমনি দল বেঁধে গণ্ডারও শিকার করে আনে।"

মধুর পাত্রটা তখনও তাদের কাছে পড়েছিল, মধুর লোভে মাছি এসে ভয়ানক উৎপাত করছে! অমর মধুর পাত্রটা দূরে সরিয়ে দিতে দিতে বলল—"এই সব পাহাড়েরই কোথাও নিশ্চয়ই লোহা পাওয়া যায়। কি করে লোহা সংগ্রহ করতে হয় তাও এরা জানে। আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছে এই সব পিশাচেরা লোহার সন্ধান রাখে—"

—"সে কথা বলা কঠিন। কেন না জিনিষটি এমনই, যে ওর সন্ধান পেলেই কোন না কোন রকমে তার ব্যবহার মানুষ করবেই। এই গুহার মধ্যে তার ত কোন চিহ্নই দেখছি না। ঐ দেখ, ওরা বাইরে চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালছে—"

পাথরখানার চারিধারে শুকনো পাতা জড় করা। পাথর থেকে আগুনের ফুল্‌কা পড়ে পাতায় আগুন ধরিয়ে দিল।

অমর বলল—"এবার ঐ আগুনে হরিণটার মাংস পোড়ানো হবে—"

মহাদেব বলল—"তারপরই ভোজ—"

—"আর সে ভোজে তোমার আমারও নিমন্ত্রণ—

অমর হো হো করে হেসে উঠল।

সাত

পূবের রোদ পশ্চিমে সরে গেছে—

বাহিরে আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসে সকলে হরিণটার মাংস, নাড়িভুঁড়ি, লিভার, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি পুড়িয়ে খাচ্ছে, বাতাসে মাংস পোড়ার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

একজন একখানা পায়ের খানিকটা ঝলসানো মাংস, ওজনে অন্ততঃ একসের হবে, অমর ও মহাদেবকে দিয়ে গেল, তখনও, এ বেশ গরম আছে, হাত দেওয়া যায় না।

হ্যাভারস্যাকের ভেতর থেকে গোলমরিচ ও লবণ বার করতে করতে অমর বলল—"এরা লবণের স্বাদ জানে না। মহাদেব একটু লবণ দিয়ে আসব কি ?"

—"তুমি মনে করছ তার ফলে ওরা আমাদের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করবে, তার উল্টোও হতে পারে। দরকার নেই, যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়, খেয়ে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক !"

ছুরি দিয়ে মাংসের খানিকটা কাটতে কাটতে অমর বলল— "এরা যে আমাদের বধ করবেই তার কোন লক্ষণ এখনও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। যদি সে উদ্দেশ্যই থাকবে, তাহলে দুবার আমাদের খেতে দেবে কেন ?"

—"দেখছ ত বলির পাঁঠাকে ঘাস জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়—"

—"সে যে পাঁঠা—"

—"আর এ যে আমরা মানুষ। যাই হোক, অনেকদিন পরে এমন খাদ্য পাওয়া গেছে। যতটা পারা যায় খেয়ে নেওয়া যাক্।"

—"এবং যা খেতে পারব না তা ঝালায় পূরে রাখা যাবে—"

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ করে খেতে লাগল।

এদিকে বেলা পড়ে গেছে। গুহার মধ্যে অন্ধকার হয়ে এল।

মহাদেব বলল—"আজ বোধ হয় প্রাণে বেঁচে গেলাম—"

এমন সময় বাইরে হঠাৎ সোর-গোল পড়ে গেল। ছেলে-মেয়ে ও বুড়োরা গুহার ভেতর ছুটে এল। যুবক ও প্রৌঢ় যারা ছিল, তারা ছুটে গুহার ভেতর এসে বর্শা ও দা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অমর বলল—"মহাদেব এই মাংসটা হ্যাভারস্যাকে পূরে নাও শীগগির—আমি সতরঞ্চিখানা গুছিয়ে নিচ্ছি। পিঠে হ্যাভারস্যাকে বাঁধ। দেখছ এরা সকলে কি রকম ভয় পেয়েছে ?"

মহাদেব মাংসটি হ্যাভারস্যাকে পূরে পিঠে হ্যাভারস্যাকটা বেঁধে লাঠি ও বর্শাখানা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

বাহিরে তখন মহা হট্টগোল। ভেতরে সকলে গুহার কোণে, পাথরের আড়ালে, হাঁড়ির পাশে, মড়ার মাথার স্তূপের

একধারে জড়সড় হয়ে বসে চীৎকার করছে, গুহার মুখে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কিছু দূরে সরে গেল।



অমর বলল—এই সুযোগ। চল—আগে ওখানে গিয়ে দেখা যাক—"

দুজনে গুহার মুখে গিয়ে দেখে, পশ্চিমধার থেকে প্রায়

শদুই লোক, তারা প্রায় উলঙ্গ, বর্শা, দা, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ছুটে আসছে। তাদের গলায় সাদা মালা সম্ভবতঃ হাড়ের, হাতে তাগা তাও বোধ হয় হাড়ের রং কান থেকে কানবালার মত চামর ঝুলছে। তাদের মাথায় লম্বা চুল।

অমর বলল—"ওরা বোধ হয় এদের গুহা লুণ্ঠন করতে আসছে। এই সময় অবাধে খুনজখম হবে, ওরা এদের ছেলে মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। মহাদেব আমাদের পালাবার এই সুযোগ। এরা এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। ঐ দেখ দুধারে ব্যূহ রোধ করছে। আমরা এই ধার দিয়ে নেমে, বাঁ ধারের ঐ জঙ্গলটার মধ্যে যদি ঢুকতে পারি—"

গুহামুখে তখনও জলের বোতলটা পড়েছিল। মহাদেব তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিলে।

অমর বলল—"ঐ লোকটির গলা থেকে বাইনাকুলারটা যদি নিতে পারতাম। কোন রকমে ওটা ওর গলা থেকে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে না। আর ঐ যে বাইনাকুলার চোখে দিয়ে তাদের দেখছে। ওরা এখনও প্রায় সিকি মাইল দূরে।

আমাদের যাবার সময় এখনও হয়নি। গুহার ভেতরে দেওয়ালের পাশে সরে দাঁড়াও মহাদেব—"

দুজনে গুহার ভেতরে দেওয়ালের পাশে সরে দাঁড়ালো, দূর থেকে অভিযানকারীদের রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, এরাও হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

মিনিট কতক পরে মহাদেব একটু সরে গিয়ে উঁকি মেরে

দেখে বলল—“অমর ওরা এসে পড়েছে। ঐ শোন পাথর পড়ার শব্দ। দেখেছ কত পাথর জড় করে রেখেছে? ওরা যখন ওপরে উঠবে তখন দিয়ে ছুঁড়ে মারবে—”

অমর বলল—“যুদ্ধটা দেখবার মত। আমার বোধ হচ্ছে যুদ্ধের সময় আমরা থাকব না—”

—“ঐ দেখ, অমর, এরা দুদলে বিভক্ত হয়ে গুহার দুধারে দাঁড়ালো। এর মাঝ দিয়ে পালানো কি সম্ভব?”

—“অসম্ভব যা' তা' সম্ভব করতেই হবে। দু'দলই হোক তিন দলই হোক পালানো চাই-ই। দেখছ চারধারে পাহাড়ের কালো ছায়া পড়েছে, বেলা ডুবে এল।”

নীচে ততক্ষণে অভিযানকারীরা এসে পড়েছে, তাদের রণ হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। গুহার ভেতরে ভয়ানক গোলমাল।

অমর ও মহাদেব আস্তে আস্তে গুহামুখে সরে গেল। সেখান থেকে নীচের অনেক দূর অবধি দেখা যায়।

মহাদেব বলল—“জঙ্গল নড়ছে। ওরা বোধ হয় জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে ওপরে উঠে আসছে ঐ যে—ঐ যে—”

ঠিক তখনই ওপর থেকে শোঁ করে একটা বর্শা নীচে ছুটে গেল। লোকটা তত্ক্ষণাৎ জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল।

অমর বলল—“ঐ আবার—দেখ চারধার থেকে উঠে আসছে। ওপর থেকে নীচে পাথর পড়ছে—ঐ আর্তনাদ উঠল।”

মহাদেব অমরের হাত ধরে ভেতর দিকে টানতে টানতে বলল—“সরে এস। ঐ দেখ নীচে থেকেও পাথর ছুড়ছে।”

একটা ধারালো পাথর নীচে থেকে এসে গুহামুখে পড়ে ছিটকে ভেতরে অমরের পায়ের কাছে এসে স্থির হয়ে রইল। এরপর দুদলে ঘন ঘন পাথর ছুড়ছে, মাঝে মাঝে বর্শা চালাচ্ছে। হুঙ্কারে, আহতের আর্ত্তনাদে, পাথর পড়ার শব্দে কাণ পাতা দায়।

আট

অমর বলল—"ঐ ওরা কেউ কেউ ওপরে উঠে এসেছে। হাতাহাতি যুদ্ধ হচ্ছে। যে লোকটির গলায় বাইনাকুলার ঝুলছিল, দায়ের এক কোপে তার মাথাটা কাঁধ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। এরা হেরে যাবে। কিন্তু কি বীরত্ব, কি সাহস! মহাদেব এই গোলমালে—"

"চল।"

তারা দুজনে প্রায় গুহা থেকে বার হয়ে এসেছে···দিন আর নেই। গুহার ভেতর অন্ধকার। ভয়ে কেউ আলো জ্বালেনি এবং তার দরকারও হল না। বিজয়ীদলের মশাল জ্বলে উঠ্‌ল। তারা বেগে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল।

অমর ও মহাদেব একেবারে দেওয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। ভিড়টার একটু খালি হতেই তারা দেওয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে গুহামুখে সরে গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা জীবিতদের মাথা কাটতে ও

তাদের গা থেকে অলঙ্কার ও পশু চামড়ার পোষাক, মাথা থেকে শিঙ, হাত থেকে বর্শা, দা ও ঢাল কেড়ে নিতে ও মাটি থেকে ঐসব কুড়োতে ব্যস্ত। ভেতরেও লুঠ ও হত্যাকাণ্ড চলেছে।

অমর বলল—"ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এদের মধ্যে দিয়ে ছুটে নীচে নামতে হবে। পারবে ?"

—"পারতেই হবে—"

—"তবে ওয়ান-টু-থ্রী—"

শেষের সংখ্যাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুজনে বেগে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু যাবে কোথায় ? সামনেই একদল সশস্ত্র লোক। তাদের হাতে, গায়ে, বর্শায় ও দায়ে রক্তমাখা, চোখ লাল। তাদের দুজনাকে দেখেই তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল।

অমর ও মহাদেবের মনে হল, এই তাদের শেষ। ওদিকে ভেতরে যা কিছু পোড়াবার বা আগুন ধরাবার মত ছিল, সে গুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুহার মুখ দিয়ে তার গন্ধ ও ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। হাঁড়ী বা যা কিছু মাটির ছিল, সেগুলো ভাঙার ধুমধাম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে বিজয়ী দল বিজিতদের ছেলেমেয়েদের বন্দী করে বৃদ্ধদের হত্যা করে, যোদ্ধাদের মাথা কেটে নিয়ে লুটের জিনিষ যত কাঁধে তুলে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এসেছে।

অমর ও মহাদেবের সৌভাগ্য যে তারা তাদের হত্যা করল

না, আর সকলের সঙ্গে বন্দী করে পাহাড় থেকে নামতে লাগল।

অমর বলল—"বাঘের মুখ থেকে এবার কুমীরের কবলে পড়া গেল—"

মহাদেব বলল—"এবার আর রক্ষা নেই—"

—"সেবারও রক্ষা ছিল না।"

পাহাড় থেকে নামতে নামতেই চারধার গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। বিজয়ীদের সঙ্গে যে মশালগুলো ছিল সে গুলোর কয়েকটা নিভে গেছে, কয়েকটা জ্বলছে। তাদের আলোয় পথ দেখে সকলে চলেছে।

প্রথমে ও শেষে বিজয়ীর দল, মাঝখানে বন্দীরা। আলোয় বিজয়ীদের বর্শার ফলা ও দায়ের ধারালো মুখ এক একবার ঝক্ ঝক্ করে ওঠে।

বন্দী ছেলে-মেয়েদের মেয়েরা ছেলেদের পিঠে ও কাঁধে করে নিয়েছে, কেউ কেউ হেঁটে চলেছে।

মহাদেব বলল—"অমর, এদের মাঝ থেকে ছুটে পালানো যায় না—"

অমর হাভারস্তাকটা পিঠের এপাশ থেকে ওপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল—"তা বোধ হয় যায়। কেন না আমাদের কাছে ত কোন পাহারা নেই, সামনে ও পিছনে—আছে—"

—"কি বলো? তোমার মত আছে? আমাদের ভাগ্যে

যে কি আছে জানা যাচ্ছে না। এই সব ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে এরা কি করবে কে বলবে। এদের মাংস খাবে কি এদের দিয়ে নিজেদের দলপুষ্টি করবে তার ঠিক নাই—"

—"এদের বেচেও দিতে পারে। আমি শুনেছি, এই অঞ্চলে এখনও নাকি দাস ব্যবসা চলে—"

—"এ সব দাস কেনে কে?

—"সভ্য বলে পরিচিত এমন অনেক লোক আছে—"

—"তাহলে এদের সঙ্গে সভ্য জগতের সম্বন্ধ আছে বল?"

—"সরাসরি হয়ত নেই। আমার যতদূর মনে হয়, এদের কোন কোন শাখা সভ্য-জগতে মেশে। তারাই এই ঘৃণিত কাজের সহায়। পাঁচশ বছর আগের পৃথিবী, আর পাঁচশ' বছর পরের পৃথিবীতে তফাৎ ঢের এমন্ চারধারে সভ্যজাতির বাস। এদের মধ্যে যদি কোন অসভ্যজাতি থাকে তাহলে তারা নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমে সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসবেই। আর—"

—"তোমার বক্তৃতা এখন রাখ অমর। কি করে পালানো যায় সেই পরামর্শ করা যাক—"

অমর বলল—"এর মধ্যে পরামর্শের কিছুই নেই। কথাটা খুবই সোজা। আন্দাজে মনে হচ্ছে আমরা প্রায় এক মাইল চলে এসেছি। ধ্রুবতারা দেখে ধারণা হয়; যাচ্ছি পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকে হাঁ—পশ্চিম দিকেই। আর কত মাইল

যেতে হবে জানি না, সেখানে গিয়ে দেখব ওদের মশালগুলো নিভে এসেছে—”

—“বুঝেছি। সেইখানে অন্ধকারে সরে পড়তে চাও। কিন্তু যদি নতুন মশাল জ্বালে?”

—“যদি জ্বালে, আর পালাতে পারব না—”

অমরের স্বরে কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই, যেন উদাসীন্যভরা।

মহাদেব তার এ ভাব লক্ষ্য করে বলল—“তোমার কি হয়েছে বলত?”

—“বিশেষ কিছু নয়। ভাবছি, আজকের ঘটনাটা আর অসহায় ছেলেগুলো ও স্ত্রীলোকদের কথা। কি নৃশংস এরা। ঐদেখ, ওদের হাতে ছিন্নমুণ্ডগুলো—”

মহাদেব বলল—“নিতান্ত সভ্য বলে যারা জগতে পরিচিত, যুদ্ধের সময় তাদের হিংস্র ব্যবহারটিও দেখেছ ত? তবে এদের ব্যবহারে বিচলিত হও কেন? এরা ত অসভ্য—”

অমর তার কথার উত্তর দিল না, চুপ কোরে চলতে লাগল। একবার কেবল মশালের মৃদু আলোকে হাত ঘড়িটা দেখে নিল।

তারপর তারা সকলে আরও মাইল দুই পার হয়ে এল। বিজয়ীদের মশালের আলো আরও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, আলোর চেয়ে এখন ছায়া পড়ছে বেশী।

অমর বলল—“দূরে—একটা আলো দেখা যাচ্ছে না—”

মহাদেব সেদিকে তাকিয়ে বলল—“হাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে—”

—“আমার মনে হয় ওটা এদেরই এলাকায় জ্বলছে। এরা

ঐ দিকেই যাবে। এবার প্রস্তুত হও। এদের মশালগুলোর আর একটু নিভে এলে—"

যে কয়টি মশাল জ্বলছিল তার দুটি ঠিক তখনই নিভে গেল।

অমর বলল—"সামনে জ্বলছিল চারটে, এখন বাকী রইল দুটো—"

মহাদেব পিছন ফিরে দেখে বলল—"পিছনে জ্বল্‌ছে মোটে একটা। তাও নিভে এসেছে—"

তারপর আরও কিছুদূর গিয়েই পিছনের মশালটা নিভে গেল, কিন্তু দেখা গেল, সামনে দূরে যে আলোটা জ্বল্‌ছিল, সেটা হয়ে উঠেছে আরও উজ্জ্বল ও বড়। সেই সঙ্গে এদিকে-ওদিকে আরও আলো দেখা যাচ্ছে।

অমর বলিল—"ওরা বোধ হয় বিজয়ীদের সম্বর্দ্ধনা করতে এগিয়ে আস্‌ছে। মহাদেব এই সুযোগে এই অস্পষ্ট আলোয় ডানধারে—প্রস্তুত—?"

মহাদেব হ্যাভারস্যাকটাকে পিঠের মাঝখানে ঠেলে দিয়ে বলল—হাঁ—ওয়ান—"

অমর বলল—"টু"

মহাদেব বললে—"থ্রী—ই—ই—ই—ই—"

ছুট—ছুট—ছুট—

তাদের পাশে কি যেন এসে পড়ল। পিছনে সকলে চীৎকার করছে, মনে হচ্ছে অনেকে ছুটে আস্‌ছে।

উঁচু নীচু মাঠ, তার ওপর অন্ধকার। ছুটতে ছুটতে দুজনেই দুবার পড়ে গেল, তার ফলে হাত দুখানা ছেড়ে গেল।

ছুটতে ছুটতে অমর বলল—"দুজনে ব্র্যাকেটে ফার্ষ্ট হব—ও—কি"

মহাদেব ছিল পিছনে। সে একবার ফিরে দেখল। কৈ কিছুই ত দেখা যায় না। দূরে ঐ যে দুটো মশাল জ্বলছে—মনে হচ্ছে ওরা দাঁড়িয়েছে।

এসময়ে এক মুহূর্ত্তও থেমে থাকা বিপদের। অনবরত ছুটতে হবে।

তারাও সামনে ছুটতে লাগ্‌ল। ছুটতে ছুটতে মাইল খানেক এসে আবার দুজনে ফিরে দেখল ঐ যে মশাল জ্বল্‌ছে মনে হচ্ছে যেন একটু একটু সরে যাচ্ছে।

তবুও কেউ তাদের পিছনে আস্‌ছে কিনা জানবার জন্য অমর সেখানে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে মাটির সমান্তরালে চারধারে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

মহাদেবও লম্বা ছুরিখানা মাটিতে পুঁতে তার হাতলে কান দিয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল।

না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, বা কেউ আসবার কোন শব্দও শোনা যাচ্ছে না। বরং বোধ হচ্ছে, একটা শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নয়

ঘোর অন্ধকার—

অমর বলল—"মহাদেব এবার তোমার টর্চটা জ্বালো।"

মহাদেব হ্যাভারস্যাক থেকে টর্চ বার করে জ্বালল ; তারপর বলল—"বাঘের মুখ থেকে কুমীরের কবলে পড়েছিলাম, সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে এবার কোথায় পড়েছি ?"

অমর বললে—"জলে—"

"কিন্তু ডাঙায় না উঠ্‌লে কি রক্ষা পাওয়া যাবে ? এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে শীতে কোথায় যাব ? যে কোন মুহূর্ত্তেই ত কোন হিংস্র জন্তুর সামনে পড়তে পারি—"

—"তবুও যতটা পারা যায় হাঁটা যাক। ঐ দেখ ওদের মশালটা কত ছোট হয়ে এসেছে। যদি আস্তানা থেকে সকলে আমাদের সন্ধানে বার হয়, তাহলে এবার আর, রক্ষা থাকবে না···আরে দাঁড়াও মহাদেব। ঐ দেখ সামনে কি ?"

টর্চের তীব্র আলো সামনে একটা টিপির ওপর পড়েছিল। সেই আলোতে তারা দেখলে তার ওপরে দুটো চিতাবাঘ ওৎ পেতে বসে আছে।

তাদের চোখে টর্চের আলো পড়ায় তারা চোখ বন্ধ করেছে মাত্র, ওঠবার কোন লক্ষণই দেখাচ্ছে না।

অমর ও মহাদেব স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়ালো। আর এক পা নড়তেও তাদের সাহস হ'ল না।



মহাদেব বলল—"চিতাবাঘ দুটো পরম নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে, নড়বার নামও করছে না যে—"

কি উত্তর দেবে অমর ভেবে পেল না। ওদের মতলব কি?

আক্রমণ করবে? তা যদি হয়, এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া কোনটিতেই রক্ষা নেই।

মহাদেব আবার বলল—"এবার সত্যিই বড় মুস্কিলে পড়া গেল—"

অমর কতকটা নিজেকে সাহস দিয়ে বলে উঠ্‌ল—"সব চিতাবাঘ মানুষ খায় না, এস এক সঙ্গে দুজনে চীৎকার করা যাক্। চীৎকার শুনে বাঘ দুটো উঠে যেতে পারে—"

অমরের চেয়ে মহাদেবের গলার জোর অনেক বেশী। দুজনে একসঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার শুরু করল।

আলো দেখে যারা ওঠে নি, মহাদেবের বাজ্‌খাঁই গলার আওয়াজে তারা চট করে উঠে দাঁড়িয়ে একলাফে ঢিপিটার ওধারে নেমে গেল।

মহাদেব বলল—"তবুও মনে হচ্ছে, ওরা খুব দূরে সরে যায় নি—"

"না যাক, চল, ঐ সামনে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখা যাচ্ছে, ওর ওপর উঠে বসিগে—"

গাছটির পাতার ওপর টর্চের আলো পড়েছিল। দুজনে তার কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

তার কাছ থেকে তারা তখনও হাত পঁচিশেক দূরে হঠাৎ গাছটার ডাল-পালা সর্ সর্ শব্দে দুলে উঠ্‌ল। সে শব্দে তাদের পা আপনা থেকেই থেমে গেল।

দুজনে গাছটার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টর্চের সুতীব্র আলো তার ডাল-পালার ওপর গিয়ে পড়েছে। গাছের ডাল-পালাও থামেনি, তখনও ঘন ঘন দুলছে। মনে হচ্ছে, কোন প্রাণী বা মানুষ এডাল থেকে ওডালে যাচ্ছে।

অমর বলল—"চল—আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক্। সেদিন ভাল্লুককে তাড়িয়ে তার গুহায় রাত কাটিয়েছি। আজও যদি পারা যায়—"

তারা দুজনে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। গাছটা থেকে হাত দশেক দূরে গিয়া পৌঁছতেই অমর বলল—"ঐদেখ চোখ, ঐদেখ হাত পা—"

মহাদেব দেখল গাছের ডালে টর্চের আলোয় দুটো চোখ চক্ চক্ করছে, সাদা হাত পা দেখা যাচ্চে—

জিজ্ঞাসা করলে—"ওটি কি বল ত ? মানুষ ? না, বানর —বানর—"

অমর বলল—"ঐযে আর একটা ওর ওধারে আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে সরে বসল্—"

এবার দুজনেরই সাহস হয়। তারা গাছটার একবারে তলায় গিয়ে ওপর দিকে চারিধারে টর্চের আলো ফেলতেই দেখল আরও কয়েকটা বানর বসে আছে।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করল—"ওরা বানর কিন্তু লেজ কৈ ?"

দশ

অমরের মনে পড়ল, এ সকল জায়গায় উল্লুকের বসবাস আছে। উল্লুক লাঙ্গুলহীন বানর, মানুষের জ্ঞাতি। বোধ হয় চার জাতীয় বানরের মধ্যে ওদের সঙ্গেই মানুষের সম্বন্ধটা বেশী। সে বলল—"ওগুলো উল্লুক, তোমার-আমার জ্ঞাতি। কিন্তু সে সম্বন্ধ ওরা ত স্বীকার করেই না, আমরাও, যাতে না স্বীকার করতে হয় তার নানা চেষ্টা করি। এ অবস্থায় ও গাছটাতে না ওঠাই নিরাপদের—"

—"তবে চল ঐ গাছটাতে ওঠা যাক—"

দুজনে দূরের গাছটার তলায় গেল। কিন্তু সেখানেও শাখাবাসীদের ভিড়।

মহাদেব বলল—"কি করা যায়? ঐ যে একটা ছোট গাছ দেখা যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে একবার চেষ্টা করা যাক, যদি আশ্রয় মেলে—"

দুজনে সেই ছোট গাছটার তলায় গিয়ে টর্চ্চের পরীক্ষা করল।

অমর জিজ্ঞাসা করল—"কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

—"তাহলে এস ওঠা যাক্—"

কিন্তু ওটা তত সহজ হল না। নীচে কোন ডাল নেই, গুঁড়িও খুব মোটা।

অমর বলল—"মহাদেব, তুমি আমার কাঁধে ওঠো—"

—"তারপর তুমি ?"

—"ট্রাপিজের খেলা ভুলে গেছ ? নীচের ঐ মোটা ডালে বাদুড় ঝোলা হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে, আমি তোমার হাত ধরে তারপর গাছ বেয়ে ওপরে উঠব। বুঝচ না এটা যে আমাদের জ্ঞাতি ভাইদের এলাকা। এককালে আমরাও শাখাবাসী ছিলাম। গাছে ওঠবার কিছু কৌশল এখনও আমরা ভুলিনি—"

মহাদেব আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। তার পরই বলল—"ও কিসের শব্দ শীগগির শীগগির কোন হিংস্র জন্তু—"

আর চট করে তার হ্যাভারস্যাকটা পিঠ থেকে খুলে মহাদেবের হাতে দিয়ে বসে পড়ল; মহাদেব সেটা নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে তার কাঁধে উঠতেই অমর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

শব্দটা ততক্ষণে আরও কাছে সরে এসেছে।

মহাদেব গাছের মোটা ডালটা ধরতে ধরতে বলল—"এ যে মোষের ডাক—বুনো মোষের পাল বেরিয়েছে—"

যেদিকে থেকে ডাকটা আসছিল, সেদিকে টর্চ্চটা ঘুরিয়ে অমর বলিল—"শীগগির—মহাদেব—শিগগির—"

মহাদেব হ্যাভারস্যাকটা তাড়াতাড়ি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে মোটা ডালটা পায়ে বাধিয়ে বাদুড়ের মত ঝুলে পড়ল। অমর টর্চ্চটা পকেটে পূরে স্প্রীংয়ের মত পর হাত দুখানা লাফিয়ে ধরে তার গায়ের ওপর ঘুর পাক দিয়ে মোটা ডালটি

চেপে ধরলে। তাদের লাঠি দুখানা ও বর্শাখানা নীচে রইল পড়ে।

সে গাছে উঠে বস্‌তেই স্থরের মটামট আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল।

দুজনে আর একটু উঁচু ডালে উঠে গিয়ে নীচের আওয়াজ লক্ষ্য করে সেদিকে টর্চ্চটা ঘুরিয়ে দিল। সে আলো বহুদূর অবধি চলে গেল। সম্ভবতঃ সেই আলো দেখেই মহিষের পাল অন্য পথে ফিরে ছুটতে লাগল। শেষে আর তাদের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না।

নিস্তব্ধ বনভূমি ঝিঁ ঝিঁ ডাক্‌ছে, জোনাকী উড়ছে, মাঝে মাঝে উল্লুকদের নড়াচড়ায়, গাছের ডালপালা সরসর করে ওঠে, এক, একবার পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়, দূরে শিয়াল ডেকে উঠ্‌ল, কোথায় যেন চিতাবাঘ ডাক্‌ছে।

তারা দুজনে চুপ করে গাছের ডালে বসে রাত্রিশেষের প্রতীক্ষা করছে।

শীতে হাত-পা জমে আস্‌ছে, ঘুমে চোখ ভারি হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তও চোখের পাতা বন্ধ করবার উপায় নেই। একটু ঘুমোলেই পতন ও মৃত্যু।

এমনিভাবে প্রহরের পর প্রহর যেতে লাগ্‌ল।

শেষে হঠাৎ এক সময় পাখী ডেকে উঠ্‌ল।

দুজনে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখে পূর্ব্বদিক ফর্সা হয়ে এসেছে।

মহাদেব বললে—"নামো।"

অমর বললে "আর একটু ফর্সা হোক, এখনও কিছু ভাল চোখে দেখা যায় না, গাছের তলায় অন্ধকার।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচে অন্ধকার দূর হ'য়ে গেল অমনি বনভূমি প্রকম্পিত করে উল্লুকের দল সমস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে হুকু, হুকু, হুকু—

অমর বললে—"এবার শুধু নামা নয়, যত শীগগির পারা যায় পালানো যাক্। এ গান শোনবার মত শক্তি আমার নেই—"

দুজনে একসঙ্গে গাছ থেকে নেমে লাঠি দু'খানা ও বর্শাটা নিয়ে রওনা হল।

সামনে একটা ছোট জলা—

তার ধার থেকে লম্বা ঘাসের বন, প্রায় আধ মাইল জায়গা জুড়ে আছে। তারপর বন, বনের শেষে এক সার পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

তখন রোদ উঠেছিল। জলার ধারে একটা পাথরের ওপর বসতে বসতে অমর বলল—"মহাদেব, বহুদিন স্নান হয়নি। আজ স্নান করে নেওয়া যাক।"

মহাদেবও তার পাশে বসে বলল—"আমিও সেই কথাই ভাবছি। এইখানেই স্নান, পান আর ভোজন করতে হবে। এরই জল বোতলে পুরে নেব। যা দেখছি, এবার আমাদের পথ বনের ভেতরে দিয়ে।"

দু'জনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সেই জলাশয়ে স্নান করে নিল। তারপর তার তীরে বসে সঙ্গে যেটুকু ঝলসানো মাংস



সেটুকু কোন রকমে পেটে পূরে, বোতলেও চায়ের ঠিলে জল ভরে ঘাসবনের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল।

অমর বলল—"এরকম জায়গায়ই বাঘ থাকে, মহাদেব—"

—"কিন্তু এ পথ দিয়ে ছাড়া ত যাবার উপায় নেই। আমরা ঠিক পশ্চিম দিকে চলেছি ত ?"

—"মনে হচ্ছে তাই। এবার যদি কোন লোক দেখি, তাহলে আর পালাব না, হয় তাকে মারব, না হয় নিজে মরব।"

"অন্ততঃ আধমাইলের মধ্যে সে আশঙ্কা আছে বলে মনে হচ্ছে না—"

তু'জনে চুপ করে চলেছে। ঘাসের বনের মধ্য দিয়ে হাওয়া বইছে। শব্দ হচ্ছে—শোঁ—শোঁ—শোঁ—। গাছগুলো বাতাসের ভরে এক একবার নুয়ে পড়ছে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই তারা সে জায়গা পার হয়ে বনে গিয়ে ঢুক্‌ল।

গাছে গাছে নূতন পাতা, তলায় শুক্‌নো পাতার রাশি। কোন কোন গাছে ফুল ফুটেছে।

সারাদিন পথ চলে তারা শেষ বেলার দিকে হঠাৎ একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছলো।

তুজনেই অবাক! নদীটা বেশী চওড়া নয়, কিন্তু জল বেশ গভীর মনে হচ্ছে, স্রোতও প্রখর।

মহাদেব তার তীরে একটা গাছ তলায় বসে পড়ল। অমর তার পাশে দাঁড়িয়ে। ওপারে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

অমর জিজ্ঞাসা করলে—"মহাদেব, আজ আরও হাঁটতে চাও ?"

মহাদেব গাছের গুঁড়িটায় হেলান দিয়ে বলল—"না। এই

গাছে উঠে আজ রাত কাটাবো। আমার মাথায় এক মতলব আসছে অমর—"

—"কি ?"

—"যদি কোন ভেলা তৈরি করা যায়, তাহলে তাতে কিছু দূর যাওয়া যেতে পারে। নদীর স্রোতটাও ত চলেছে উত্তর মুখো—"

—"এটা বড় আশ্চর্য্যের। দক্ষিণে সমুদ্র। প্রায় সব নদীই দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়। এটা উত্তরে যাচ্ছে কেন ?"

—"বোধ হয় আবার ফিরে যাচ্ছে—"

অমর হেসে উঠল ; তারপর বলল—"যতদূর মনে হচ্ছে এটা কোন বড় নদীর করদ নদী। নদীটা তার দিকে ছুটে চলেছে। তোমার প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু তা কাজে খাটানো যাবে না। কি দিয়ে ভেলা তৈরি করব ?"

মহাদেব কথাটা মনে মনে ভাবতে লাগল। কিন্তু শেষ অবধি তার মতলবটা কাজে খাটাবার মত কোন উপায় খুজে পেল না।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল।

অমর বললে—"এই বেলা গাছে ওঠ মহাদেব। সন্ধ্যাবেলা বনের নদী বড়ই ভয়ঙ্কর। এখনই নানা প্রাণী জলপান করতে আসবে—"

দু'জনে সেই গাছটার ওপর চড়ে বস্ল। ক্রমে সন্ধ্যা উৎরে রাত এল। রাতও বেড়ে চলল—

মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দু' একটা পশুর ডাক শোনা যায়, শুক্‌নো পাতার ওপর দিয়ে কি যেন চলতে চলতে থম্‌কে দাঁড়ায়, একবার কি যেন চক্‌চক্‌ শব্দে নদী থেকে জলপান করতে লাগল। দুজনে কান খাড়া করে সজাগ হয়ে চুপ করে গাছের ডালে বসে আছে।

অবশেষে রাত শেষ হল, পাখী ডেকে উঠল, পূর্ব্বদিক ফরসা হয়ে এল।

তারপর নদীর জলে আর বনের তলায় দিনের আলো পড়তে তারা গাছ থেকে নেমে জলে হাত-মুখ ধুয়ে, পেট পুরে জল পান করে নদীর তীর ধরে চলতে লাগল।

বেলা তখন একটা। অমর বলল—"মহাদেব আমরা সকাল থেকে অন্ততঃ মাইল পনেরো হেঁটে এসেছি। নদীটাও প্রায় উত্তর দিকেই চলেছে।" তার পর হঠাৎ কান খাড়া করে বলল—"শুনতে পাচ্ছ? কান্নার শব্দ?"

—"কান্নার শব্দ?"

—"হাঁ—কান্নার শব্দ। পিছন দিক থেকে আসছে—" ব'লে অমর পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

মহাদেবও তার সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়েছিল; সে বলল "ঐ যে নৌকো আসছে—নৌকো—"

দুজনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নৌকো খানার দিকে তাকিয়ে রইল।

নৌকোখানা দাঁড় টেনে ও স্রোতের টানে ছুটে

আসছে, তার মাঝি মাল্লারা ও তাদের দু'জনকে দেখতে পেয়েছিল।

অমর উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—"ঐ দেখ মহাদেব পরশুর সেই ছেলে ও স্ত্রীলোকগুলো! কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদের। ঐ যে ওরা কাঁদছে—"

মহাদেব বলল—"এরা ত সেই লোকগুলো নয়। এরা অন্য। পোষাক, চেহারা সবই তাদের থেকে তফাৎ। এই মাঝি—এই—এই—দাঁড়াও—"

মহাদেব ও অমর হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকতে লাগল। কিন্তু মাঝি নৌকো কূলে ভিড়ানো দূরে থাক, দাঁড়িদের জোরে দাঁড় টানতে উৎসাহ দিতে লাগল।

তারা দু'জনে সমস্বরে চীৎকার করছে। কে কার কথা শোনে? নৌকোখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

অমর বললে—"নিশ্চয়ই কাছে মানুষের বসতি আছে। আর তারা নিতান্ত অসভ্য নয়। আজ আমাদের কপালে কোন খাদ্যই জুটবে না। চল, যদি কোথাও আশ্রয় পাই—"

কিন্তু সারাদিনেও তাহারা কোন বসতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারল না। অগত্যা নদীর জল পান করে রাতের মত গাছে আশ্রয় নিল।

পরদিন আবার চলেছে। কিন্তু আজ যেন তাদের উৎসাহ কম, শরীর কিছু দুর্ব্বল। সেই জন্য চলার বেগ নিতান্ত অল্প।

প্রায় একমাস তারা বনে জঙ্গলে অনাহারে অর্দ্ধাশনে ও অনিদ্রায় কাটিয়েছে এবং সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে আসছে, শরীর সেজন্যে শক্তিহীন।

সেদিন দুপুরের দিকে মহাদেব বলল—"অমর, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি। যতদূর মনে হচ্ছে, আজ আর চলতে পারব না—"

অমরের মুখ শুকিয়ে গেল, সে বললে—"আর একটু গেলে, হয়ত কোন বসতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারা যেত—"

মহাদেব লাঠিভর দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে চলতে—"আচ্ছা—"

কিন্তু প্রতি পায়ে মনে হতে লাগল, সে আর পারে না। তবুও মাইল খানেক গিয়ে এক জায়গায় বসে পড়ল।

অমরও কতকটা নিরাশে, ভয়ে ও কতকটা শারীরিক দুর্ব্বলতায় তার পাশে ধীরে ধীরে বসে গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হ'ল।

কিছুক্ষণ পরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—"মহাদেব—"

কোন সাড়া নেই।

অমরের শরীরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মহাদেব গাছে হেলান দিয়ে বসেছিল।

সে ফিরে দেখে মহাদেবের মাথাটা বুকের দিকে নুয়ে পড়েছে। সে আস্তে আস্তে ঠেলা দিতে দিতে ভীত কণ্ঠে ডাকল—"মহাদেব—মহাদেব—"

মহাদেবের দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অমর তাড়াতাড়ি নাকে হাত দিয়ে দেখল নিশ্বাস পড়ছে, বুকে হাত দিয়ে দেখল, হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে। সে জলের বোতলটা বার করে তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। এমন সময় শুনল, তার পিছনে কারা যেন কথা বলছে। ফিরে দেখে, জন চারেক লোক। তাদের হাতে তীর ধনুক বর্শা এবং গায়ে জামা কাপড়। লোকগুলো অর্দ্ধসভ্য বলে মনে হতে লাগল।

তারাও তাদের দুজনকে দেখতে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

অমর তাদের কথা না বুঝেই হাত দিয়ে মহাদেবকে দেখতে লাগল।

একজন লোক তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ষ্ট্রেচারের মত জিনিষ এনে মহাদেবকে তার ওপর তুলে নিয়ে অমরকে সঙ্গে যেতে ইসারা করল।

সেখান থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে নদীর ধারে একটা বসতি। বাড়িঘর সব খড়, চাটাই ও বাঁশের। সেখানে যারা বাস করে তারা অনেক সভ্য।

যাহোক অমরের সে ঘরের দিকে তখন দৃষ্টি ছিল না। তার একমাত্র চিন্তা মহাদেবের জীবন।

লোকগুলোর চেষ্টায় সৌভাগ্য বশতঃ মহাদেব দুদিনের মধ্যেই কতকটা সুস্থ হয়ে উঠল।

তারপর তারা একদিন তাদের দুজনকে ছোট নৌকোয় করে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে রেখে চলে গেল।

তারাও সেখান থেকে কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ী পৌঁছে সকলের দুশ্চিন্তা দূর করল।

এর পর যদি কেউ অমরকে জিজ্ঞাসা করত—"পিশাচের দেশ থেকে কি সংগ্রহ করেছ অমর ?"

অমর উত্তরে বলত—"অভিজ্ঞতা। মূল্য দিতে তোমরা পারবে না—।"

শেষ